শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীসিদ্ধিক্রমদীপিকা

শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সমর্পণ

শ্রীকুঞ্জবিহারী হরি তাঁর শক্তি অবতরি
শ্রীকুঞ্জ বিহারী প্রভু মোর।
প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ নামে খ্যাত যিনি ধরাধামে
তাঁর মুঁই অধম কিঙ্কর।।
তাঁহার করুণা বলে মোর চিত্ত হ্রদজলে
ফুটিয়াছে তত্ত্ব শতদল।
তাহা তুলি মালাকারে গাঁথি ভাব সূত্রডোরে
গ্রন্থরূপে প্রকাশ হইল।।
শ্রীসিদ্ধিক্রমদীপিকা রাগমার্গৈকচন্দ্রিকা
ভক্তিরসামৃতে সুললিতা।
গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাভরে অর্ঘ্যরূপে গুরুকরে
সমর্পিলু রূপানুগ গীতা।।

— ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রকাশনী তিথি

আশ্বিনী পূর্ণিমা রাসযাত্রা ২০০৭

প্রাপ্তিস্থান

১। শ্রীগোপাল কুঞ্জ
শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড আনোর,
গোবর্দ্ধন, মথুরা, উঃ, প্রঃ।
ফোন— ৯৪১২৫৭৬৭৩৫

২। শ্রীরূপানুগ সেবাশ্রম
পরিক্রমামার্গ, রাধাকুণ্ড
মথুরা, উঃ, প্রঃ।
ফোন— (০৫৬৫) ২৬০৫৭৮৮

৩। শ্রীজীব সারস্বত সংস্কৃত বিদ্যালয়
কেশিঘাট বৃন্দাবন
মথুরা, উঃ, প্রঃ।
ফোন — ৯৮৯৭৪৩৮০৮৪

প্রচারানুকূল্য—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

সাধ্যরূপে সম্প্রাপ্তিই সিদ্ধি। কেহ অপ্রাপ্য প্রাপ্তিকেই সিদ্ধি বলেন। বস্তুতঃ অবান্তর সিদ্ধি প্রকৃত সিদ্ধি নহে। স্বরূপে প্রসিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি। কৃষ্ণদাস স্বরূপবান জীবের পক্ষে কৃষ্ণপাদপদ্ম দাস্য প্রাপ্তিই সর্বোত্তমসিদ্ধি। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব সেই চরম সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়ার দাসত্ব ও ভোক্তৃত্ব রূপ অবান্তর স্বরূপের সিদ্ধি চক্রে ভ্রাম্যমান। তাহাতে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু দুঃখ দারিদ্র দুর্গতি দুর্ভোগ যন্ত্রণাই বিদ্যমান। জীবের জীবনে মায়ার দাসত্ব যোগে যে সিদ্ধিক্রম দৃষ্ট হয় তাহা বিরূপভূত ভূতগ্রস্থবৎ। পরন্তু প্রচুর সুকৃতি ফলে সাধুসঙ্গ বলে আত্মবোধ ধর্ম্মবোধ, কর্ত্তব্যবোধ, নিত্য সম্বন্ধবোধের উদয়ে সাধকজীবনে সাধন প্রবৃত্তি ধর্ম্মের বিজয় সূচিত হয়। কৃষ্ণদাস্যরূপ চরম পরম সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিতে পৌঁছাইতে যে ক্রম সিদ্ধির আবশ্যকতা তাহারই বিবৃতি স্বরূপে এই "সিদ্ধিক্রম দীপিকা"। গতি গন্তব্যাবধি, জিজ্ঞাসা আস্বাদনাবধি সাধন সাধ্যাবধি। সাধ্যপ্রাপ্তিতেই সাধনার সমাপ্তি এবং সাধ্য প্রাপ্তিই সিদ্ধি। "ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকুল" এই উপদেশ মন্ত্রে আছে ক্রম সিদ্ধির বিচারতন্ত্র। বদ্ধজীব একলম্পে স্বরূপে উত্তীর্ণ

হইতে পারে না ক্রম সাধন বিনা। তজ্জন্যই তাহার সাধন প্রগতিতে সাধ্যক্রম দৃষ্ট হয়। সেখানে কৃষ্ণকৃপাই আদ্যসিদ্ধিরূপে স্বীকৃত সিদ্ধান্তিত ও সমর্থিত হইয়াছে। কারণ কৃষ্ণ কৃপা হইতেই সকল প্রকার সিদ্ধির সমৃদ্ধি ও প্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যদিও রৌপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধারই আদ্যত্ব দৃষ্ট হয় তথাপি কপিল বাক্যে সাধুসঙ্গই সেই শ্রদ্ধার কারণ রূপে স্বীকৃত হয়। পুনশ্চ "যস্যাহমনুগৃহ্নামি" কৃষ্ণ বাক্যে কৃষ্ণকৃপাই সাধুসঙ্গের কারণ রূপে সিদ্ধান্তিত হয়। এইরূপে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত যোগে ক্রমগুলি বিবৃত হইয়াছে। অপিচ রুচি হইতে রাগোদয় রাগানুগভজন সিদ্ধির ক্রমগুলিও দৃষ্টান্তসহ আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে পদ্ধতির সম্পূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রেম সিদ্ধিক্রমে প্রেমার্থ দর্শন ও স্বরূপে সংস্থিতি প্রকার পদ্ধতিও বিস্তৃত হইয়াছে। ইত্যাদিই আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। মাধুর্য্য কাদম্বিনী আদি গৌড়ীয় মহাজন গ্রন্থদৃষ্টে এই দীপিকা খানি প্রকাশিতা। আশা করি এই গ্রন্থের মর্ম্ম অনুধাবনে সাধক ধর্ম্ম বিবেকক্রমে শর্ম্ম সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন।

নানা শাস্ত্র মর্ম্ম ছানি রচিত এ গ্রন্থখানি
তাতে ইহা প্রামাণিক জানি।
রূপানুগভক্তগণ করিলে অনুশীলন
তাহাতেই পূর্ণ কৃপা মানি।।

অলমতিবিস্তরেণ
দীন ভক্তিসর্বস্ব গোবিন্দ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

শ্রীশ্রীসিদ্ধিক্রমদীপিকা

গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা গোবিন্দেভ্যো নমো নমঃ।
তেষাং কৃপাদৃশাং সিদ্ধ্যৈ প্রোচ্যতে ক্রমদীপিকা।।১।।

গুরুদেব গৌরাঙ্গদেব, গান্ধর্ব্বিকা রাধা ও তৎপ্রাণবন্ধু গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তাঁহাদের কৃপাদর্শীদের সিদ্ধির জন্য এই সিদ্ধিক্রম দীপিকা কথিত হইতেছে।।১।।

অনুভূতং সতাংযদ্বৈ সদাশিবোদিতঞ্চ যৎ।
ভাগবতপ্রসিদ্ধস্তৎসমাসেন বিচার্যতে।।২।।

যাহা মহদনুভূত, যাহা ঈশ্বর সদাশিব উপদিষ্ট ও ভাগবত প্রসিদ্ধ সেই সিদ্ধিক্রম সংক্ষেপে বিচারিত হইতেছে।।২।।

সিদ্ধিক্রম

কৃষ্ণকৃপা মহৎসঙ্গঃ শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ।
সেবা-তত্ত্ব বিবেকশ্চ ভক্তিরনর্থনিষ্কৃতিঃ।।৩।।
নিষ্ঠা রুচিরথাসক্তির্ভাবঃ প্রেমার্থদর্শনম্।
মাধুর্য্যাস্বাদনং যথাকালে বিমুক্তিসংস্থিতিঃ।
এতে ক্রমা ভবেৎ সিদ্ধেঃ সাধকস্য নিসর্গতঃ।।৪।।

কৃষ্ণকৃপা মহৎসঙ্গ, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয়, সেবাতত্ত্ববিবেক, ভক্তি, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম, প্রেমার্থ ভগবদ্দর্শন তাঁহার মাধুর্য্যাস্বাদ, যথাকালে দেহান্তে সংসার মুক্তি

ও স্বরূপে ব্যবস্থিতি। এইগুলি সাধক দেহে প্রবর্ত্তিত সিদ্ধির সহজ ক্রম।। ৩-৪।।

তত্রাদৌ তৎকৃপাসিদ্ধি ঃ—

কৃষ্ণকৃপা হি সর্বাসাং সিদ্ধীনাং মূলমুচ্যতে।
তয়া বিনা সতাং সঙ্গঃপ্রেমাদ্যাশ্চঃ সুদুর্ল্লভাঃ।।৫।।
সতামপি কৃপৈবাস্য কৃপয়া প্রতিপদ্যতে।
নানাশাস্ত্রবিধানেন হ্যেতদেব সুনিশ্চিতম্।।৬।।
যদা কৃষ্ণকৃপা যস্মিন্ জায়তে সাধকে ধ্রুবম্।
তদা তস্মিন্ হি সঙ্গাদ্যাঃ বিকাশন্তে তরোরিব।।৭।।
স্বরূপবিস্মৃতাত্মানাং মায়াবিমুগ্ধচেতসাম্।
মুক্তয়ে ভগবাংশ্চক্রে বেদশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।।৮।।
কৃষ্ণ কৃপাপ্রসিদ্ধানাং সাধৌ শাস্ত্রে গুরৌ হরৌ।
শ্রদ্ধা ভক্তিরতিপ্রেমা প্রসিদ্ধ্যতে শনৈরিহ।।৯।।
তস্মাদ্ধরেঃ কৃপা হ্যাদ্যা সাধনানাং সমন্ততঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতীয়ৈর্যৎ শ্লোকৈরলং প্রমাণ্যতে।।১০

সেখানে প্রথমে কৃষ্ণকৃপাসিদ্ধি

কৃষ্ণ কৃপাই সকল সিদ্ধির মূল বলিয়া কথিত হয়। তাহা বিনা সাধুসঙ্গ প্রেমাদি নিশ্চিতই দুর্ল্লভ।।৫

সাধুদের কৃপাও এখানে কৃষ্ণকৃপা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। ইহা নানাশাস্ত্র বিধান দ্বারাই সুনিশ্চিত হয়।। ৬

যখন যে সাধকে কৃষ্ণকৃপা উদিত হয় তখন তাহাতে সাধুসঙ্গাদিও বৃক্ষ বিকাশের ন্যায় আত্ম প্রকাশ করে। যথা— কৃষ্ণ

যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে।।৭

স্বরূপ বিস্মৃত মায়ামুগ্ধচেতাদের মুক্তির জন্য ভগবান্ অনেকানেক বেদশাস্ত্র সমূহ প্রকাশ করেন।।৮

কৃষ্ণকৃপা প্রসিদ্ধদের সাধু শাস্ত্র গুরু ও হরিতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ভক্তি রতি প্রেমা ধীরে ধীরে প্রসিদ্ধ হয়।।৯

তজ্জন্য হরির কৃপাকে সম্পূর্ণভাবে সকল সাধনের আদ্যা রূপে স্বীকৃতা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকে যাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়।।১০

যথা—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।১১
স যদা বিতথোদযোগো নির্ব্বিন্নঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্।।১২

আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি তাঁহার ধন ধীরে ধীরে হরণ করি। অনন্তর সেই বহু দুঃখে দুঃখিত নির্ধনকে স্বজনগণ পরিত্যাগ করে।।১১

সে যখন ধন সংগ্রহ চেষ্টা থেকে নিষ্কপট ভাবে বিরত হয় এবং আমার ভক্তদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে তখন আমি তাঁহাকে আরও অনুগ্রহ করি।।১২

তজ্জন্য তুলসী দাস গাহিয়াছেন বিনা সৎসঙ্গ বিবেক না হোই। রাম কৃপা বিনা সুলভ না সোই।।

অর্থাৎ সৎসঙ্গ বিনা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক হয় না আর রাম কৃপা বিনা সাধুসঙ্গও সুলভ নহে।।

অত্র বিবেকঃ

হরেঃ সদ্য কৃপাসিদ্ধঃ কৃপাসিদ্ধতয়োচ্যতে।

পরোক্ষতঃ প্রসিদ্ধোঽত্র সাধনসিদ্ধতাংগতঃ।।১৩।।

পরোক্ষকৃপাত্র চৈত্ত্যগুর্ব্বনুগ্রহো বিদ্যাৎ।।১৪।।

অত্র বিবেক

হরির সদ্য কৃপা সিদ্ধই **কৃপাসিদ্ধ**রূপে কথিত হয়। আর পরোক্ষ কৃপা ফলে সিদ্ধ **সাধনসিদ্ধ**।।১৩।।

পরোক্ষ কৃপা এখানে অন্তর্য্যামী চৈত্ত্যগুরুর অনুগ্রহ।।১৪

ততঃ সাধুসঙ্গতি শ্রদ্ধা চ

ভগবৎকৃপাপ্রচোদিতাত্মা সুকৃতিবান্ ভবতি।

সুকৃতিবান্ সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈরিত্যন্বয়াৎ সতাং সঙ্গতিং লভতে।

নিরস্তকুহক পরমসত্যপরমেশ্বরপরায়ণো হি সাধুঃ।

সাধু লক্ষণং যথা ভাগবতে মহান্তস্তে সমচিত্তা প্রশান্তা বিমন্যবঃ সাধবঃ সুহৃদো যে। ১৫

ততঃ সাধুসঙ্গতি ও শ্রদ্ধাসিদ্ধি ঃ—

ভগবৎকৃপা পরিচালিতাত্মা সুকৃতিকারী, "সুকৃতিবান পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত বহু সুকৃতির ফলে সৎসঙ্গ লাভ করে" এই সমন্বয়ে সাধুসঙ্গতি লাভ করে। নিরস্ত কুহক পরমসত্য পরমেশ্বর পরায়ণই সাধু।

সাধুলক্ষণ ভাগবতে ঃ—

সাধুমহান্তগণ সমচিত্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষ বর্জ্জিত চিত্ত, প্রশান্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাদিকামনামুক্ত, ক্রোধহীন, ভগবৎপ্রীতি সাধন তৎপর এবং সর্বপ্রকার নিঃস্বার্থ উপকারক।।১৫

সঙ্গলক্ষণং

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি লক্ষণম্।।১৬
সৎসঙ্গহেতুত্বেন হরেঃ কৃপা হি কেবলম্।

সঙ্গলক্ষণ ঃ—

ভগবৎ প্রিয় বস্তুর আদান প্রদান, ভজন রহস্য প্রকাশ ও জিজ্ঞাসা তথা কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন করা ও ভোজন করান এই ছয়টি প্রীতিলক্ষণ, মঙ্গল লক্ষণ।।১৬।

সৎসঙ্গের কারণরূপে হরি কৃপাই একমাত্র সম্বল।

যথা নারদ ভক্তি সূত্রে ঃ—

মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোহগমোহমোঘশ্চ।
লভ্যতেহপি তৎকৃপয়ৈব পদেনাত্র ভগবৎকৃপৈব সিদ্ধম্।।১৭।।
মহতাং প্রসঙ্গঃ পুরুষোত্তমপদারবিন্দভজনশ্রদ্ধাজনকঃ স্যাৎ।

যথা নারদ ভক্তি সূত্রে ঃ—

মহৎ সঙ্গ কিন্তু দুর্ল্লভ, অগম্য এবং অব্যর্থ। তাহা তৎকৃপাতেই লভ্য হয় অন্যথা নহে। এখানে তৎকৃপা বলিতে ভগবৎ কৃপাই সিদ্ধ।।১৭

মহতের প্রসঙ্গ পুরুষোত্তমের পাদপদ্ম ভজনের জনক।

যথা ভাগবতে তৃতীয়ে—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়না কথাঃ।।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।১৮।।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-
সঙ্গেন পরিজায়তে ইত্যাদিভিঃ সৎসঙ্গফলমেবানুশিষ্টম্।।১৯।।

শ্রদ্ধাত্র মহৎসঙ্গসিদ্ধা।
সাধুশাস্ত্রগুরুহরিষু নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিরেব হি শ্রদ্ধা।
সা তু তাত্ত্বিকী শাস্ত্রীয়া চ ন তু লৌকিকী কৌলিকী বা।
শ্রদ্ধৈব প্রেম্ন আদ্যাবস্থা বীজবৎ।
তস্যা পরাৎপরাকাষ্ঠৈব প্রেমা।
যত্তু আস্বাদ্যত্বেন শাস্ত্রেষু প্রপক্কফলতয়াভিহিতম্।।২০

যথা ভাগবতে কপিল বচনে—

সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার বীর্য্যবতী হৃৎকর্ণ রসায়ণা কথার সেবা ফলে অতিশীঘ্রই মোক্ষমার্গ আমাতে ক্রমপন্থায় শ্রদ্ধারতি ও প্রেমভক্তি উদিত হয়।।১৮

মহৎ সেবাই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ, ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেই ভক্তি জাত হয় ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা মহৎসঙ্গ ফল উল্লেখিত হইল।।১৯

এখানে শ্রদ্ধা মহৎসঙ্গসিদ্ধা। সাধু শাস্ত্র গুরুও হরিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই শ্রদ্ধাবাচ্য।

এই শ্রদ্ধা তাত্ত্বিকী ও শাস্ত্রীয়া। ইহা লৌকিকী বা কৌলিকী নহে। শ্রদ্ধাই প্রেমের আদ্যাবস্থা আর শ্রদ্ধার পরাৎপরাকাষ্ঠাই

প্রেমা। সাধুশাস্ত্রে তাহা আস্বাদ্য প্রপক্ব ফলরূপে কথিত হয়।।২০

ততো গুরুপদাশ্রয় ঃ—

এবং শ্রদ্ধাবতঃ শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানমিত্যন্বয়াত্তত্ত্বরহস্য
জিজ্ঞাসয়া তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেদিতঃ
স্তত্ত্ববিদ্গুরুপদাশ্রয়ঃ সিদ্ধতে।

তত্ত্বমেবাত্র ত্রিবিধং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মকম্।

বিজ্ঞাততত্ত্বসাগরঃ পরব্রহ্মৈকপরোক্ষানুভূতিবিভূতিবান্ প্রশান্তাত্মা হি গুরুঃ। যথা ভাগবতেঃ শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্। অপিচান্যত্র শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমেবাভিগচ্ছেদিতি।।২১

তৎপর গুরু পদাশ্রয় সিদ্ধি

এই প্রকার শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানলাভ করে এই অন্বয় ক্রমে তত্ত্ব রহস্য জিজ্ঞাসায় সেই ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর নিকট যাইবেন এই ন্যায়তঃ তত্ত্ব বিদ্ গুরু চরণাশ্রয় প্রতিসিদ্ধ হয়।।

তত্ত্ব এখানে ত্রিবিধ। সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক।

তত্ত্বসাগরবিজ্ঞাত, পরব্রহ্মের পরোক্ষানুভূতিবিদ্, প্রশান্তাত্মাই গুরুবাচ্য।

যথা ভাগবতে

শব্দব্রহ্ম বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পরব্রহ্মে নিষ্ঠিত প্রাকৃত বিষয় ব্যাপারে নিবৃত্তাত্মাই গুরু তথা অন্যত্র উপনিষদে শ্রুতিবিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুতে প্রপত্তি করিবেন ইত্যাদি প্রমাণে গুরু পদাশ্রয় অত্যাবশ্যক।। ২১।।

ততোগুরুসেবা

সেবা হি সন্তোষকারণমিতো বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা প্রসিদ্ধ্যতে। গুরু শুশ্রূষয়া ভক্ত্যা জ্ঞানং লভস্বেত্যাদিতস্তথা তস্মাদ্ গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ং প্রসন্নে তু গুরৌ সর্ব্ব সিদ্ধিঃ, যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদঃ ব্রহ্ম প্রাপ্তেরতোহেতুর্গুর্ব্বাধীনা সদৈব ইত্যাদি বচনাদ্গুরোঃ প্রসাদায় তৎসেবনমিহ পরমভিধেয়ম্।।২২।।

তৎপর গুরুসেবা সিদ্ধি

আদৌ গুরুপদাশ্রয় ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষা, বিশ্বাস সহ গুরু সেবা সাধুপথে অনুগতি ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধক জীবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সেবাই সন্তোষ কারণ, তজ্জন্য বিশ্বাসসহ গুরুসেবা প্রসিদ্ধ ব্যাপার। গুরু শুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান লভ্য ইত্যাদি প্রমাণে তথা গুরু প্রসন্ন হইলেই ভগবান্ স্বয়ংই প্রসন্ন হন, গুরু প্রসন্ন হইলে সর্বসিদ্ধি উপপন্ন হয়, যাঁহার প্রসাদে ভগবৎ প্রসাদ, ব্রহ্ম প্রাপ্তি সর্বথাই গুরুর অধীন ইত্যাদি বচনে গুরু প্রসাদের জন্য গুরুর সেবাই পরম অভিধেয় স্বরূপ।।২২

সেবা দ্বিবিধাত্র পরিচর্য্যারূপা প্রসঙ্গরূপা চ।
তত্রাদ্যয়া পরিচর্য্যয়া প্রসন্নে গুরৌ ব্রূযূঃ স্নিগ্ধস্য শিষস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ইত্যন্বয়াৎ প্রসঙ্গসেবাসৌভাগ্যোদয়ো ভবতি।।২৩

গুরুশুশ্রূষণং নাম ধর্ম্মঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরোধর্ম্মঃ পবিত্রো নৈব বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।।২৪।।

সেবা দ্বিবিধা পরিচর্য্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা। সেখানে প্রথমে অঙ্গাদি পরিচর্য্যা দ্বারা গুরু প্রসন্ন হইলে, স্নিগ্ধ শিষ্যকে গুরুগণ ভজন রহস্যও বলিয়া থাকেন এই অন্বয় হইতে প্রসঙ্গ সেবা সৌভাগ্য উদিত হয়।২৩

গুরু সেবাই সর্ব্বোত্তমোত্তম ধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা পরম পবিত্র ধর্ম্ম নাই। তজ্জন্য সর্বপ্রযত্নে গুরুকে প্রসন্ন করিবেন।২৪

তাৎপর্য্যঃ— গুরুর অন্তরঙ্গ হইলে তাঁহার অন্তর্ধন রহস্যকথা শিষ্য শ্রবণ যোগ্য হয়।

অন্তরঙ্গ বিনা নহে অন্তর প্রকাশ।
সেবা বিনা নহে অন্তরঙ্গের বিলাস।।

ততস্তত্ত্ববিবেকভক্তী

সতাং প্রসঙ্গতঃ পরেশস্য পরমানন্দময়স্বরূপ-রূপ-গুণ-লীলাদীনাং সুষ্ঠু শ্রবণাদেব তত্তদ্বিষয়ানাং তত্ত্ববিবেকো বিজয়তে। আরাধ্যতত্ত্বমাধুর্য্যবিজ্ঞানেনোদিতবিবেকে ভক্তের্লিপ্সা চ তন্মাধুর্য্য পিপাসয়াভিজায়তে। ততশ্চ ভক্ত্যা মামভিজানাতি, ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যাস্ত্বনন্যয়া, ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরৈবৈনং গময়তি ভক্তিবশপুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি ভজনেষু চ সর্ব্বেষু ভক্তিরেব বরীয়সীত্যাদ্যুপদেশৈ র্ভক্তৌ প্রবৃত্তিরেব জায়তে।।২৬।।

তৎপর তত্ত্ব বিবেক ও ভক্তি সিদ্ধি ঃ—

সাধুদের প্রসঙ্গ হইতে পরমেশ্বরের পরমানন্দময় স্বরূপ রূপ-গুণ-লীলাদির সুষ্ঠু শ্রবণ মনন হইতে সেই সেই স্বরূপাদির তত্ত্ব বিবেক উদিত হয়। তৎসঙ্গে আত্মস্বরূপের অভিজ্ঞান প্রকাশ

পায়। আরাধ্য মাধুর্য্যানুভূতি ক্রমে উদিতবিবেকসাধকে ভক্তি লিপ্সা তাহার মাধুর্য্যাদি পিপাসা যোগে প্রপঞ্চিত হয়। তাহা হইতে "ভক্তি দ্বারা আমাকে জানে" "আমি একভক্তি গ্রাহ্য," "সেই পরম পুরুষ কিন্তু অনন্য ভক্তি দ্বারা লভ্য," ভক্তিই ভক্তকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায় বা ভগবানকে ভক্তের নিকট আনে, ভক্তিই ভগবানকে জানায় পুরুষ ভক্তিবশ ভক্তিই একমাত্র মহীয়সী ইত্যাদি উপদেশ হইতে ভক্তিতে প্রবৃত্তি জাত হয়।। ২৫

দশধা তত্ত্ববিবেকঃ

হরিরেব পরেশাত্র সর্বশক্তী রসার্ণবঃ।
তদ্দাস্যপরমা জীবাঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকাঃ।।
বদ্ধমুক্তদশাপ্রাপ্তা মর্ত্ত্যামর্ত্ত্য গতিংগতাঃ।
তদ্ভক্তিঃ সাধনং প্রেমা সাধ্যঞ্চ প্রমিতিঃ শ্রুতিঃ।।
অচিন্ত্যাদ্যভিদাভেদবাদঃ পরো হরেঃ মতম্।।২৬।।

দশপ্রকার তত্ত্ব বিবেক ঃ—

হরিই পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, রসাশ্রয়, জীবগণ তাঁহার দাস, মুক্তজীব হরিসেবানিরত তাঁহারা অচ্যুত অর্থাৎ স্বরূপবিচ্যুতিহীন, মায়ামুগ্ধগণ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ক্ষুৎ পিপাসারূপ ষট্ তরঙ্গ সঙ্কুল সংসার সাগরে বাস করে, তাঁহার দাসভূত মায়াবদ্ধগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক। তাঁহার ভক্তিই জীবগণের পরমানন্দদায়িনী, সংসারসাগরতারিণী, স্বরূপানন্দবর্দ্ধিনী, কৃষ্ণ প্রীতিই সকলের উত্তম প্রয়োজন। তদাত্মক অপৌরুষেয় বেদগণই প্রামাণিক শিরোমণি স্বরূপ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই শ্রেষ্ঠ বাদ।।২৬

শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিজ্ঞান

বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ্য, বেদপ্রমেয় বিষয় হরিই পরতত্ত্ব তিনি সর্বশক্তি, রসসাগর, তাহার বিভিন্নাংশভূত — জীব বদ্ধ মুক্তভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বর জীব ও জগতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান, সাধন শুদ্ধভক্তি, সাধ্য তাহার প্রীতি, ইহা গৌর হরি উপদেশ করেন।।

বেদবেদ্যস্বতঃসিদ্ধ পরতত্ত্ব হরি।
সর্বশক্তিমান সর্ব রসাব্ধি বিহারী।।
মুক্তবদ্ধ ভেদে জীব বিভিন্নাংশে গণ্য।
ভেদাভেদ প্রকাশে তাহার দাস্য ধন্য।।
শুদ্ধভক্তি অভিধেয়, সাধ্য তার প্রেম।
এই তত্ত্ব উপদেশ করে গৌরধাম।।

সর্ববীজ সর্ব আত্মা, কারণ কারণ।
শ্রীগোবিন্দ হয় সর্ব সম্বন্ধ নিদান।।
শক্তিরূপে সর্বদেহে নিবাস তাহার।
প্রাণসম সর্বজীবে তাঁহার বিহার।।
সূত্রে মণিগণা ইব সকল তাঁহাতে।
সম্বন্ধিত তাই কৃষ্ণ সম্বন্ধ সুরীতে।।
সেই কৃষ্ণ রসসিন্ধু রসিকশেখর।
রসকেলি বিনা তাঁর কার্য্য নাহি আর।।

তাঁর শক্তি অংশ জীব বিভূতিতে গণ্য।
নিরুপাধিক স্বভাবে কৃষ্ণ দাস্য ধন্য।।

বদ্ধমুক্ত অবস্থাতে সাধন তদ্ভক্তি।
ভক্তিবিনা তাঁর নাহি স্থিতি মুক্তি গতি।।
কৃষ্ণপ্রেম সর্বানন্দ ধাম সুনিশ্চয়।
অতএব প্রেমসাধ্য প্রয়োজনময়।।
বেদ সিন্ধুরত্নরূপে এতত্ত্ব প্রকাশ।
তাই বেদ প্রামাণিক মুখ্য কহে ব্যাস।।

এইতো তত্ত্ব বিবেক নবনীত সম।
ইহাতে বিনষ্ট হয় যত তত্ত্বভ্রম।।
তত্ত্বভ্রম অসৎতৃষ্ণা অনর্থের ধাম।
অসৎতৃষ্ণা বশে অপরাধ অবিরাম।।
হৃদয় দৌর্বল্য সঙ্গে করয়ে বিশ্রাম।
তার সঙ্গে সিদ্ধ হয় জন্ম দুঃখগ্রাম।।

তত্ত্বজ্ঞানে কাটে তত্ত্বভ্রম দুর্নিবার।
স্বরূপের স্বাস্থ্য বাড়ে তৃষ্ণা মিটে আর।।
অপরাধপঙ্ক হইতে হয়তো উদ্ধার।
হৃদ্দৌর্বল্য ব্যাধি হৈতে পায় সে নিস্তার।।
বিরূপ পিশাচ তবে ছাড়ে অতঃপর।
তবে যায় নিজ ধাম মায়া পরপার।।

ভক্তিবিবেকঃ—

সেব্য পরমেশ প্রতি শ্রেষ্ঠ অনুরক্তি।
তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁরে কহে ভক্তি।।
সহজ স্বরূপ ধর্ম আত্মনিত্য বৃত্তি।
যথা পুত্রে মাতৃ স্নেহ সহজ প্রবৃত্তি।।

ভক্তি করে ক্লেশ নাশ, শুভের উদয়।
মুক্তি সুখতুচ্ছ করি সুদুর্ল্লভা হয়।।
গাঢ়সুখ সিন্ধু রসে করায়ে মজ্জন।
প্রাণবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্রে করে আকর্ষণ।।

ততোঽনর্থ নিষ্কৃতিঃ

অনর্থঃ স্বরূপাচ্ছাদিস্মৃতিহৃদাত্মবঞ্চকো বিপর্য্যয়প্রবুদ্ধিকৃৎ ক্লেশযোর্নিভবপ্রভুঃ।।২৭

অনর্থ সংজ্ঞা ঃ—

স্বরূপাচ্ছাদনকারী কৃষ্ণস্মৃতিহারী, আত্মবঞ্চনাপর বিপর্য্যয়বুদ্ধি বিস্তারী ক্লেশযোনি সংসারবিহারী প্রভুই অনর্থ সংজ্ঞক।।২৭

অনর্থ বিশ্লেষণং

মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োঽনর্থশ্চতুর্বিধঃ।
হৃদ্দৌর্বল্যঞ্চাপরাধোঽসত্তৃষ্ণা তত্ত্ববিভ্রমঃ।।২৮
স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্যসাধনতত্ত্বয়োঃ।
বিরোধি বিষয়ে চৈব তত্ত্বভ্রমশ্চতুর্ব্বিধঃ।।২৯।।
ঐহিকেষ্বেষণা পারত্রিকেষু চৈষণাঽশুভা।
ভূতিবাঞ্ছা মুমুক্ষা চ হ্যসত্তৃষ্ণাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।।৩০।।
কৃষ্ণনাম স্বরূপেষু তদীয় চিৎকণেষু চ।
জ্ঞেয়া বুধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্ব্বিধা।।৩১।।
তুচ্ছাসক্তিঃ কুটীনাটী মাৎসর্য্যং স্বপ্রতিষ্ঠতা।
হৃদ্দৌর্বল্যং বুধৈঃ শশ্বজ্জ্ঞেয়ং কিল চতুর্বিধম্।।৩২

অনর্থ বিজ্ঞান ঃ—

মায়ামুগ্ধ জীবের অনর্থ চতুর্ব্বিধ জানিবে। তাহা হৃদ্দৌর্বল্য, অপরাধ, অসত্তৃষ্ণা ও তত্ত্ববিভ্রমাত্মক।

নিজতত্ত্বে পরতত্ত্বে সাধনসাধ্য তত্ত্বে তথা বিরোধি বিষয়ে ভ্রম ভেদে তত্ত্বভ্রম চারি প্রকার।

ইহ লৌকিক ভোগ বাসনা, পারলৌকিক ভোগেচ্ছা, যোগ বিভূতি বাসনা তথা মোক্ষ বাসনা ভেদে অসৎ তৃষ্ণা চারি প্রকার। স্বরূপের ধর্ম্মের অনুকূল বাসনাই সৎ আর স্বরূপের বিরোধি বাসনাই অসৎ বাচ্য।

ইহপর ভোগ, যোগ বিভূতি ও মোক্ষাদি স্বরূপধর্ম্ম নহে অতএব তদ্বিষয়ক কামনা অসৎ বাচ্য।

কৃষ্ণনাম ও স্বরূপ, চিৎকণজীব ও বৈষ্ণবাদিতে নিষিদ্ধার (দুরাচার) ভেদে অপরাধ চারি প্রকার ইহা পণ্ডিতগণ জানিবেন।

তুচ্ছ বিষয়ে আসক্তি, কপটতা, মাৎসর্য্য ও নিজ প্রতিষ্ঠাশা এই চারি প্রকার হৃদয়দৌর্বল্য। ইহা বুধগণ নিত্যকাল জানেন।।২৮-৩২

তন্নিষ্কৃতিপদ্ধতিঃ

ভক্তিঃ ক্লেশঘ্নী— যথাগ্নি সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়াভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।।

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ।।
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্ন সমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং
বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররুঢ়মিত্যাদি
ভাগবত বচনে ভক্তেরনর্থহারিতা সিদ্ধমেব।।৩৩
সর্ব্বানর্থপ্রনাশিনী সর্ব্বস্বার্থ প্রদায়িনী।
পুরুষার্থ শিরোমণির্ভক্তিরেব মহীয়সী।।৩৪।।
ভক্তিপ্রিয়ো রমাকান্তো ভক্তিবশস্তথৈব চ।
ভক্তিপ্রাণপ্রিয়স্তস্মাদ্ভক্তিরেব গরীয়সী।।৩৫।।
ভক্তিভৃদ্বৎসলঃ কৃষ্ণো ভক্তিরসপরায়ণঃ।
ভক্তিযোগবিলাস্যসৌ তস্মাদ্ভক্তির্বরীয়সী।।৩৬।।
ভক্তিরাশূত্তমশ্লোকসন্তোষসম্প্রসাধিকা।
তস্মাদ্ভক্তিরনুষ্ঠেয়াস্তন্মাধুর্য্যপিপাসুভিঃ।।৩৭।।
ভক্তিরেব হি জীবানাং স্বরূপধর্ম্মমুত্তমম্।
সিদ্ধিমুক্তিপ্রসূর্ভক্তির্জ্ঞানবৈরাগ্যভাবনী।।৩৮
সান্দ্রানন্দনিধির্ভক্তিরহৈতুক্যনপায়িনী।
নবায়মানমাধুর্য্যরসাম্বুধিঃ সনাতনী।।৩৯।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানত বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।৪০

তাৎপর্য্য ঃ— আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আমার আরাধ্য কে? তাঁহার স্বরূপই বা কি? সাধ্যই বা কি আর সাধনই বা কি? তথা তাহাদের বিরোধি ভাবই বা কি? এই সকল বিষয়ে

জ্ঞান নাই যেখানে সেখানেই পূর্ব্বোক্ত চার প্রকার তত্ত্বভ্রমরূপ অনর্থ বিরাজ করে।

তত্ত্বভ্রম হেতু চারপ্রকার অসৎতৃষ্ণা ও চার প্রকার অপরাধ জাত হয়।

কৃষ্ণনামে অপরাধ, ধামে অপরাধ কৃষ্ণ স্বরূপে অপরাধ তথা তদীয় চিৎকণ জীব প্রতি অপরাধ অনর্থে গণ্য। কারণ অপরাধ পরমার্থ ঘাতক। অজ্ঞান ক্রমেই শিশু যেমন মাটি খায় সেইরূপ অজ্ঞান ধর্ম্মে জীব যথাযথ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে প্রাকৃত অর্থ স্বার্থ বশে অবশেও যথার্থ কর্ত্তব্যের বিপরীত করিয়া থাকে। রাধ মানে সেবা ভজন, তাহা ধর্ম্মময় আর অপরাধ তার বিপরীত অধর্ম্মময়। নিষিদ্ধাচারই পাপ। বিষ্ণুবৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধিতে তাঁহাদের প্রতি অনাদর, বিষ্ণুকে অন্য দেবতা নরাদির সঙ্গে তুলনা করা, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি, পাপনাশী বিষ্ণু পাদোদক মহা প্রসাদাদিতে প্রাকৃত পানীয় অন্নাদি বুদ্ধি, হরিধামের অনিত্য বুদ্ধি, তদীয় চিৎকণ জীবে দয়ার পরিবর্ত্তে হিংসাচার, স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণিক বেদশাস্ত্রে অবিশ্বাস ক্রমে তৎসেবানুসরণে বিরতি, দেহধর্ম্মে অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদিতে পরমার্থ বোধ, হরিনাম কীর্ত্তনাদিকে অন্য শুভকর্ম্মের সহিত সাম্যভাবনা ইত্যাদি যেমন অজ্ঞান কৃত্য তেমনই নিষিদ্ধ বিচারে অপরাধ বাচ্য। নিত্য মঙ্গলকারী বৈষ্ণবে মিত্র বুদ্ধির পরিবর্ত্তে শত্রুবুদ্ধি মহাঅপরাধ বিশেষ। পরমার্থ পরায়ণ গুরুতে প্রাকৃত দর্শনে নরবুদ্ধি ক্রমে অবজ্ঞাচারও মহা অপরাধ বিশেষ। স্বপ্নতুল্য অনিত্য সংসার ধর্ম্মে স্ত্রীপুত্রাদিতে, তুচ্ছ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি বিষয়ে আসক্তি যেমন অজ্ঞান জনিত তেমনই অসৎ বাচ্য। ভোগে রোগাদি দোষ দর্শনে তাহা হইতে বিরক্তিক্রমে ব্রহ্মে লীন হইবার বাসনা নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপবান

জীবের পক্ষে যেমন মহান্ অজ্ঞানতা বিশেষ তেমনই মহান্ আত্মবঞ্চনা বিশেষ। এই বাসনাকে কখনই সৎ বলা যায় না। যাহা হইতে আত্মবঞ্চনা ও বিনাশ উপস্থিত হয় তাহার সৎ সংজ্ঞা নাই, তাহা নিশ্চিতই অসৎ। অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষ ইহাতে প্রবল। আবার স্বরূপভূত কৃষ্ণদাস্যযোগ সিদ্ধির পরিবর্ত্তে অনিত্য নশ্বর জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবার মানসে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষামূলে যে যোগ বিভূতি সিদ্ধির প্রয়াস তাহাও অসৎ বাসনাময়।

অন্যের বঞ্চনামানসে শাঠ্য হইতে কাপট্যের উদয়। তাহা কখনই ধর্ম্ম বাচ্য নহে। অপিচ অন্যের উন্নতি দর্শনে চিত্তের কাতরতাক্রমে অসূয়া ও মাৎসর্য্যের জন্ম হয়। তাহাও স্বরূপের ধর্ম্ম নহে।

আরও অনিত্য জগতে পূজ্য মান্য বরেণ্য হইবার বাসনাও শুদ্ধ নহে তাহা অসতে গণ্য। ইহাতে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা প্রবলতা। কৃষ্ণদাসের পক্ষে প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা মহান্ অনর্থ বিশেষ। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী মহাধৃষ্ট মহামূর্খ মহাশোচ্য প্রকারান্তরে মহান্নির্লজ্জ। দাসভূত জীবের কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষাই প্রশংসনীয় ধর্ম্মময়।

ব্যভিচার ধর্ম্মে কৃষ্ণসেবাও অনর্থ বিশেষ।

ভক্তির পরিবর্তে কর্ম্মাদিযোগে আত্ম উপলব্ধির প্রচেষ্টা ধানের পরিবর্ত্তে তুষ কুটামাত্র। তাহাতে পরিশ্রমই সার হয়, আত্ম উপলব্ধি হয় না। ইহাতে আছে মূর্খতা ও বঞ্চনা। ভক্তি যোগই একমাত্র আত্ম উপলব্ধির মহাতন্ত্র মন্ত্র স্বরূপ। ইহাই তত্ত্ব বিবেক বিবৃতি।

অনর্থ নিষ্কৃতি পদ্ধতি

ভক্তি ক্লেশনাশিনী, যথা সুসমৃদ্ধ অগ্নি কাষ্ঠ রাশিকে ভষ্মসাৎ করে হে উদ্ধব! আমার ভক্তিও তদ্রূপ সমস্ত পাপরাশিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে।

কোন কোন বাসুদেব পরায়ণ কেবল ভক্তি দ্বারা সকল পাপ নাশ করেন যেমন সূর্য্য অন্ধকার কুয়াশাকে দূর করে। হে ধ্রুব! তুমি প্রত্যগাত্মা আনন্দস্বরূপ সমস্ত শক্তির ঈশ্বর ভগবান্ অনন্তে পরমা ভক্তি বিধান করতঃ আমি ও আমার রূপ পরম অবিদ্যাগ্রন্থিকে চ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবে, ইত্যাদি ভাগবত বচনদ্বারা ভক্তির অনর্থ হারিতা সিদ্ধ হয়।।৩৩।।

সকল অনর্থনাশিনী সকলস্বার্থপ্রদায়িনী, পুরুষার্থ শিরোমণি কৃষ্ণভক্তিই গরীয়সী।।৩৪

রমাকান্ত ভক্তিপ্রিয় তদ্রূপ ভক্তিবশ তিনি ভক্তি প্রাণদের প্রিয় তজ্জন্য ভক্তিই গরীয়সী।।৩৫

কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, ভক্তি রসপরায়ণ এবং ভক্তিযোগ বিলাসী তজ্জন্য ভক্তিই বরীয়সী।।৩৬

ভক্তিই একমাত্র আশু (অতিশীঘ্র) উত্তম শ্লোক শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদিকা। কৃষ্ণমাধুর্য্য পিপাসুদের পক্ষে তজ্জন্য ভক্তিই অনুষ্ঠিতব্য।।৩৮

ভক্তিই জীববৃন্দের সর্বোত্তম স্বরূপধর্ম্ম। ভক্তি সিদ্ধি মুক্তির জননী এবং জ্ঞান বৈরাগ্যেরও ভাবনী।

প্রগাঢ় আনন্দের নিধি হইল ভক্তি। এইভক্তি অহৈতুকী ও

অনপায়িনী তথা নব নব মাধুর্য্য রসের সাগরী ও সনাতনী স্বরূপা।। ৩৯

উপসংহারে ঃ— "অধোক্ষজ শ্রীহরিতে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ লোকের অনর্থের উপশমকর ইহা জানিয়া বিদ্বান্ বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ মুনি ভক্তিযোগময় সাত্বতসংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন" এই চরম বাক্য দ্বারাও অনর্থনিষ্কৃতির উদ্দেশ পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্ত হয় ভক্তিই অনর্থহারিণী।।৪০

অথ নিষ্ঠা

নিষ্ঠাত্র ভগবতি তদ্ভজনেষু চ চিত্তনৈশ্চল্যমেব তস্মাত্তদিতরে রাগরাহিত্যন্তু তটস্থম্।
নিবৃত্তপ্রায়ানর্থে সাধকে স্বতএব স্থায়ী রতি নিষ্ঠাপি জায়তে। যথা—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।

তদা রজস্তমভাবা কামলোভাদয়শ্চ যে
চেতএতৈরণাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ইত্যন্বয়ান্নিবৃত্তেহনর্থে ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ীত্যেবং লক্ষণঞ্চ প্রপঞ্চয়তি। নষ্ট প্রায়ত্বান্নিষ্ঠায়ামপি কদাচিদ্ যৎকিঞ্চিচ্চিত্ত বিক্ষেপঃ স্যাৎ পূর্ব্বাভ্যাসাদেব।

তৎপর নিষ্ঠা সিদ্ধি

এখানে ভগবান্ ও তাঁহার ভজনে চিত্তের নিশ্চলতাই

নিষ্ঠার স্বরূপলক্ষণ এবং তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ে রাগ রাহিত্যই নিষ্ঠার তটস্থ লক্ষণ।

অনর্থ নিবৃত্ত প্রায় হইলে স্বতঃই সাধকে স্থায়ীরতি নিষ্ঠা জাত হয়। যথা ভাগবতে—

নিত্যকাল ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত সেবার ফলে অনর্থরূপা অভদ্ররাশি নষ্টপ্রায় হইলে ভগবান্ উত্তমশ্লোকে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। সেইকালে রজস্তম ভাব তথা কামলোভাদির দ্বারা অবিদ্ধ চিত্ত সত্ত্বগুণে প্রসন্নতালাভ করে এইবাক্য অনুসারে অনর্থ নিবৃত্ত হইলে হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন জন সুন্দরী কবিতাদি কিছুই কামনা করি না, কেবল আমার প্রতিজন্মে ঈশ্বর তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি থাকুক ইহাই প্রার্থনা করি এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

নষ্ঠপ্রায় ইহা হইতে নিষ্ঠাতেও কদাচিৎ পূর্বাভ্যাস বশতঃ যৎকিঞ্চিৎ চিত্ত বিক্ষেপ থাকে জানিতে হইবে।

তাৎপর্য্য ঃ— আরাধ্যে ইষ্ট বুদ্ধিক্রমে ভজন বিক্রমে অনর্থ অপক্রমে যে নিষ্ঠা জাত হয় তাহার অনুভব স্বরূপই কৃষ্ণেতর বিষয়ে তৃষ্ণাত্যাগ। তৃষ্ণাত্যাগেই প্রকৃত ইষ্ট নিষ্ঠার বিলাস প্রপঞ্চিত হয়। রসবর্য্যং রসোহপ্যসৌ পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। রসময় পুরুষের দর্শন হইতে অন্যপুরুষে আসক্তি নষ্ট হয়, অতএব ইষ্টে নিষ্ঠা হইলে অনিষ্টে চিত্ত ধাবিত হয় না ইহাই নিষ্ঠা লক্ষণ। সিদ্ধান্ত এই ভক্তি যোগেই অনর্থ নিবৃত্তি এবং নিষ্ঠা প্রবৃত্তি প্রবলা হয়।

তেতা রুচিঃ

ভগবৎকথাদিশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিষু বিলক্ষণরোচকত্বং হি রুচেঃ স্বরূপলক্ষণং তস্মাত্তদিতরে চৌদাসিন্যন্তু তটস্থম্।

নিরস্তরোগস্যেব নিবৃত্তানর্থস্য ভগবতি তত্ত্বজনে চ রোচমানা প্রবৃত্তিঃ পরিজায়তে। রুচির্ভজনবিষয়া বুদ্ধিপূর্ব্বকাভিলাষঃ। অত্র বিবেকো-ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-চরিতানামনর্থাভাবে স্বাদুতাবোধাদেব তেষাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিষু নালংভাবেন বিলক্ষণরোচকত্বং স্বরূপমেব।

যথাঃ— বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।।

তত্র শ্রমে সতি তদনুভূতিলেশাভাবশ্চিত্তাবেশবিশেষাচ্চ।

জাতরুচীনান্তু রাগপ্রধান এব মার্গঃ ইতি ন্যায়েনাত্র রুচৌ রাগোদয়ঃ সূচ্যতে। রাগস্তু রুচৌ একদেশবর্ত্তী তথাসক্তৌ বহুদেশবর্ত্তী ভাবে পূর্ণঃ প্রেম্ন্যাত্যন্তিকো ভবতি। রুচেরুত্তরোত্তর-সান্দ্রপর্য্যায় হ্যেবাত্রাসক্তিভাবপ্রেমাদয়ঃ। তেনৈব তু সাধকস্য স্বরূপোদয়ঃ সূচ্যতে জাগ্রতকর্ম্মীব। রোগমুক্তস্তথাপি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যাভাবে দুর্ব্বলস্যেব রুচিবতাং কদাচিদপি ক্ষণস্থায়ী চিত্ত বিক্ষেপঃ স্যান্নির্ব্বেদবিবক্ষয়া যদৃচ্ছয়াপি। রুচির্ভজনবিষয়া ভজনন্তু রাগময়্যেব। অত্র তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে ইত্যাদি বাচ্যম্। রাগস্তু স্বাভীষ্টে চিত্তেন্দ্রিয়ানাং সান্দ্রাভিনিবেশ স্তস্মাত্তদিতরে বিস্মৃতিস্তু তটস্থঃ।

রাগে স্বাভীষ্টস্মৃতিরখণ্ডৈব তৈলধারাবৎ।

তত্র রাগপ্রধানমার্গে জাতরুচি কামানুগেষু সাধকেষু এবং বিধানি পঞ্চদশক্রমাণি ক্রমশঃ প্রতিপদ্যন্তে।

যথা — গোপজনির্বধূত্বঞ্চ নাম রূপং বয়ো গুণঃ।
বেশরতিপ্রসঙ্গশ্চ যূথঃ সম্বন্ধ এব চ।।

পাল্যদাসী পরাকাষ্ঠা চাজ্ঞাসেবা নিবাসকঃ।
জাত রুচেরভিধেয়ং কথ্যন্তে ভাবকোবিদৈঃ।।

তৎপর রুচিসিদ্ধি

ভগবৎকথাদি শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে বিলক্ষণরোচকত্বই রুচির স্বরূপলক্ষণ তথা সেইহেতু অন্যত্র অরোচকতাময় উদাসীনতাই রুচির তটস্থ লক্ষণ।

রোগমুক্তের ন্যায় অনর্থমুক্তের ভগবানের ভজনে রোচমানা প্রবৃত্তি স্বতঃই পরিজাত হয়।

ভজন বিষয়ে বুদ্ধি পূর্ব্বক অভিলাষকে রুচি বলে।

অত্র বিবেক ঃ—

অনর্থাভাবে ভগবানের নামরূপ গুণচরিতাদির স্বাদুতা বোধ হইতেই নামরূপাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অযথেষ্ট বোধের সঙ্গে বিলক্ষণ রোচকতাই স্বরূপ লক্ষণ। যথা ভাগবতে ঃ— আমরা কিন্তু উত্তমশ্লোকের লীলাকথাদিতে তৃপ্তি পাইতেছি না যেহেতু তাহা রসজ্ঞশুশ্রূষুদের কাছে প্রতিপদেই স্বাদুময়।

বিশেষ চিত্তাবেশ হইতে ভজনে পরিশ্রম হইলেও তদনুভূতি লেশও থাকে না অর্থাৎ পরিশ্রম হইলেও রুচিবশে পরিশ্রম বোধ থাকে না। জাত রুচি সাধকদের রাগ প্রধানমার্গ এই ন্যায়ে এখানে রুচিতে রাগোদয় সূচিত হইতেছে। রাগ, রুচির একদেশবর্ত্তী তথা আসক্তিতে বহুদেশবর্ত্তী ভাবে পূর্ণ এবং প্রেমে আত্যন্তিক। রুচির উত্তরোত্তর অবস্থা বিশেষই আসক্তি ভাব ও প্রেমাদি। তদ্দ্বারা জাগ্রত কর্ম্মীর ন্যায় সাধকের স্বরূপোদয় সূচিত

হয়। রোগমুক্ত হইলেও তথাপি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের অভাবে দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় রুচিবানদের কদাচিৎ ক্ষণস্থায়ী চিত্ত বিক্ষেপ হয়। তাহা কখন নির্ব্বেদ বিবক্ষায় যদিচ্ছাক্রমেই ঘটিত হয়।

রুচি ভজনবিষয়ক ভজন রাগময়ী। যখন কৃষ্ণনাম তুণ্ডে নৃত্য করিতে থাকে তখন অনেকানেক তুণ্ড প্রাপ্তির অভিলাষ জাগে ইত্যাদি পদে ভজনে রুচি প্রকাশিত।

নিজাভীষ্টদেবে চিত্ত ইন্দ্রিয়াদির গাঢ় অভিনিবেশই রাগ তৎফলে তদিতর বস্তুর বিস্মৃতিই রাগের তটস্থ লক্ষণ। রাগে স্বাভীষ্ট স্মৃতি তৈলধারাবৎ নিরন্তরা।

এই রাগ প্রধান মার্গে জাতরুচি কামানুগ সাধকগণে নিম্নোক্ত পঞ্চদশ প্রকার ভাবনাক্রম ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হয়।

ক্রমগুলি ঃ— গোপীজন্ম, বধুতা, নাম, রূপ, বয়ঃ, বেশ, গুণ, রতিপ্রসঙ্গ, যূথ, সম্বন্ধ, পাল্যদাসীত্ব, পরাকাষ্ঠা, আজ্ঞাসেবা ও নিবাস।" এইগুলি জাতরুচি সাধকের অভিধেয় ইহা ভাববিদ্‌গণ বলেন। ইহাতে চ শব্দে সঙ্গিনীত্ব জ্ঞাতব্য।

তত্রাদৌ গোপজনিত্বং—

গোপজনিং বিনান্যথা গোপীত্বং ন প্রসিদ্ধ্যতে।
তস্মাদ্বুধো নিজাভীষ্টগোপজনিং বিভাবয়েৎ।।

যথা ঃ— লীলা মুকুন্দস্য বিলাস ধাম্নি
শ্রীগোকুলে শ্রীবৃষভানুপূর্যাম্।
কাচিৎ সুশীলা হরিবৎসলাত্মা-
গোপীসুতাহং প্রভবাণি গোপী।।

আদৌ গোপীজন্মভাব ঃ—

গোপীগর্ভে জন্ম বিনা গোপীত্ব সিদ্ধ হয় না তজ্জন্য বুধব্যক্তি নিজাভীষ্ট গোপীজন্ম ভাবনা করিবেন।

যথা ঃ— লীলাময় মুকুন্দের বিলাস ধাম শ্রীগোকুলে বৃষভানুপুরে কোন এক হরিবৎসলার কন্যা হইয়া জন্মিয়া আমি গোপী হইব। যথা— নরোত্তম প্রার্থনায় কবে বৃষভানুপুরে আহেরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।

জ্ঞাতব্য ঃ— অনেকে একাদশ প্রকরণের নামরূপাদির কয়েকটি মাত্র উপদেশ করেন। সেখানে মঞ্জরীদের পিতৃমাতৃ পরিচয় ভাবনা না থাকায় তাহা আকাশ কুসুমমঞ্জরীর মত অমূলক ভাবনামাত্র। রাগ ভজনে প্রবৃত্ত প্রধান শ্রীল নরোত্তম দাস স্পষ্টভাবে গোপীজন্মের পরিচয় দিয়াছেন।

বধূত্বং

জাতা বিবাহিতা চাপি ব্রজে গোপগৃহান্তরে।
এবং গোপীত্বমাত্মানং পারকীয়াং বিচিন্তয়েৎ।।

যথা ঃ—

শ্রীযাবটে কস্যচিদাত্মজেন কিশোর গোপেন বিবাহিতাপি।
সদৈব কৃষ্ণপ্রণয়াক্তচিত্তা রাধাসখীসঙ্গতিমাভজানি।।
চ শব্দেনাত্র অনূঢ়ানামপি পারকীয়ত্বং প্রতিপদ্যতে।
অনূঢ়াত্বে তু পরকীয়া বিলাসো নাত্যুজ্জ্বলঃ স্যাৎ প্রকরণদর্শনাৎ।

বধূতা ঃ—

আমি ব্রজে জাতা এবং কোন গোপগৃহে বিবাহিতা

এইরূপে নিজকে পরকীয়া গোপী বলিয়া চিন্তা করিবেন। চ শব্দে অনূঢ়াদেরও পরকীয়াত্ব প্রতিপন্ন হয় কিন্তু তাহা অতি উজ্জল নহে তাহা প্রকরণ থেকে জানা যায়। যথা ঃ— শ্রীযাবটে কোন এক গোপের কিশোর পুত্রের সঙ্গে আমি বিবাহিতা হইয়া কৃষ্ণপ্রণয়াক্ত চিত্তে সর্বদা রাধাসখীদের সঙ্গতি ভজনা করি।

"যাবটে আমার কবে এপাণি গ্রহণ হবে" ইহা ঠাকুর মহাশয়ের গোপবধুত্বের স্বতঃস্ফূর্ত্ত পদ।

জ্ঞাতব্য ঃ— পরকীয়া গোপী অনূঢ়া ও পরোঢ়া ভেদে দ্বিবিধা। কোন কোন সাধক অনূঢ়া ভাবে পিতৃগৃহে থাকিয়া কৃষ্ণ প্রতি পরকীয়া ভাব পোষণ করেন তাহাও সত্য। তথাপি পূর্ব্ব মহাজন পদে বধূত্বেরই বিশেষ সমাদর দেখা যায় বলিয়া বধূত্বের প্রকরণ প্রপঞ্চিত করিলাম। তবে জানিতে হইবে ব্রজের পরকীয়াভাব পরম বিশুদ্ধ। তাহা অনূঢ়া ভাব হইতে বিশেষ রসবৈচিত্রবহ। জগতে অনূঢ়া বা পরোঢ়ার পরকীয়া বিলাস নূন্যাধিক ব্যভিচার দোষদুষ্ট কিন্তু ব্রজে তাহা সর্ব্বদোষমুক্ত ও পরমার্থভূত। যেহেতু সেই ভাব নিত্যারাধ্য দেবতার প্রতি নিষ্কাম ভাবেই সক্রিয়।

গোপীপ্রেমের বিশুদ্ধির কারণদ্বয় ঃ—

আদৌ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কামনা না থাকাই কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাসনামূলে তৎপ্রতিই প্রযুক্ত বলিয়া গোপীপ্রেম বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ লীলা শক্তি যোগ মায়া প্রভাবে আমি অমুকের গৃহিণী এই অভিমান কৃষ্ণ প্রেমিকার মধ্যে থাকিলেও বাস্তবে গোপীগণ পতিমন্যদের সঙ্গদোষমুক্ত বলিয়া তাহা পরম উপাদেয়।

নামঃ

স্বাভীষ্টং গুরুদত্তঞ্চ সঙ্গিনীবদ্রসপ্রদম্।
যূথেশাভাবসম্বন্ধি কঞ্চিন্নাম সমাশ্রয়েৎ।।

যথা ঃ— শ্রীরাধিকা ভাব বিলাসশীল
স্বরূপরূপানুদৃশী সুনামা।
ভবানি যূনোঃ শ্রুতি মোদদাত্রী
নাম্না চ তেষাং প্রিয়তাং বহানি।।

নাম ঃ—

সেবা সঙ্গিনীর নামের ন্যায় যূথেশ্বরীর রূপগুণ ভাব সম্বন্ধীয় নিজাভীষ্ট বা গুরুদত্ত কোন নাম ভাবনা করিবেন।

বিবেক ঃ— সিদ্ধদেহোচিত নামটি যূথেশ্বরী রাধিকার রূপগুণ ভাবনাদি সম্বন্ধীয় হওয়া উচিত। কারণ মঞ্জরীগণ নিজ যূথেশ্বরীর স্বারূপ্য প্রাপ্তা। কাজেই তাঁহাদের নামরূপগুণাদি রাধার অনুরূপই বটে। যথা রাধার রূপের এই ক্ষুদ্রতম বিলাসই রূপমঞ্জরী, গুণের বিলাস মূর্ত্তিই গুণমঞ্জরী লীলার বিলাস মূর্ত্তিই লীলামঞ্জরী ইত্যাদি।

যথা ঃ— আমি শ্রীরাধার ভাববিলাসশীল স্বরূপ রূপাদির অনুরূপ একটি সুন্দর নামে পরিচিত হইব এবং যুগলের কর্ণামোদপ্রদ সেইনাম দ্বারা প্রিয়তা বহন করিব।

যূথেশ্বরী প্রতি মোর মমতা দেখিয়া।
ডাকিবে আমারে সবে মমতা বলিয়া।। ইত্যাদি।

অথবা চন্দন সেবায় বড় আদর দেখিয়া
চন্দন মঞ্জরী নাম রাখে বিনোদিয়া।।

সুরত বিলাসে বড় সেবাদর দেখি।
সুরত মঞ্জরী নাম রাখে বিধুমুখী।।

এইভাবে স্বাভীষ্ট নাম ভাবনা করিবেন।

রূপং

যূথেশ্বরী স্বারূপ্যাপ্তরূপবতীং মনোহরাম্।
লাবণ্যভরগুপ্তাঙ্গীং হরিপ্রিয়াং বিভাবয়েৎ।।

যথা ঃ— প্রতপ্ত হেমোজ্জ্বলদিব্য কান্তি-
কৈশোর লাবণ্যবতী ভবানি।
রূপেণ তেনাহমঘারিনেত্রে
সন্তোষয়ানি প্রচুরং বরাঙ্গী।।

রূপ ঃ—

যূথেশ্বরীর স্বারূপ্য প্রাপ্ত মনোহর লাবণ্যভর ভূষিতাঙ্গী হরিপ্রিয় রূপবতী রূপে নিজকে ভাবনা করিবেন।

যথা ঃ— আমি প্রতপ্ত সুবর্ণ সুন্দর উজ্জ্বলদিব্য কান্তি এবং অপূর্ব্ব কৈশোর লাবণ্যবতী হইব। বরাঙ্গী আমি সেই রূপের ছটায় অঘারির নেত্রদ্বন্দ্বকে প্রচুর পরিমাণে প্রমোদিত করিব।

জ্ঞাতব্য ঃ—

সখীমঞ্জরী স্বেচ্ছারূপিণী না হইয়া সর্বদাই যুগলের নেত্রানন্দপ্রদ রূপযৌবনলাবণ্যবতী ভাবনাই করিবেন। নিজ সুখচিন্তা থাকিলে সেখানে ব্রজবিলাস দুর্ল্লভ কারণ তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাসনা বিদ্যমান। যে রূপ গুণ গোবিন্দের সন্তোষ কারণ নহে তাহা স্বীকার্য্য নহে, ভাব্য নহে। ভাব ভাবনার প্রাণই

কৃষ্ণপ্রীতি। কৃষ্ণপ্রীতি তাৎপর্য্য হীন ভাবভাবনা কেবল যন্ত্রণাময় জানিবেন।

বয়ঃ—

নব্য কিশোর লাবণ্য মাধুর্য্যভর মণ্ডিতাম্।
হরিনেত্রহরাং স্বাঞ্চ বর্ষীয়সীং বিভাবয়েৎ।।

যথা ঃ— নবীন কৈশোর বয়ো বিলাসৈ
বিঁলোভয়ান্যচ্যুতনেত্রভৃঙ্গৌ।
বাগঙ্গভঙ্গাদিভিরেব নিত্যং
সংক্ষোভয়ান্যুজ্জ্বল নৃত্যগীতৈঃ।।

বয়স ঃ—

নিজেকে হরিনেত্র মনোহারিণী নব্য কৈশোর লাবণ্য মাধুর্য্য ভর মণ্ডিত বর্ষীয়সীরূপে ভাবনা করিবেন।

যথা ঃ— আমি নবীন কৈশোর বিলাস দ্বারা অচ্যুতের নেত্র ভৃঙ্গদ্বয়কে বিলোভিত করিব। আর বাক্য ও অঙ্গ ভঙ্গাদি তথা উজ্জ্বল রসাবহ নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁহার চিত্তকে ক্ষোভিত করিব।

বিবেকঃ—

মধুর রসে কৈশোর বয়সই উপযুক্ত। নিকুঞ্জবিলাসী কিশোর কিশোরীর প্রিয় সেবার জন্য সেবিকার অবশ্য কৈশোর বয়স রসাবহ তজ্জন্যই কিশোরীরূপে নিজেকে ভাবিতে বলিতেছেন। যেমন রূপ তেমন গুণ বয়স ও বেশ পরিবেশ সঙ্গী না হইলে সম্পূর্ণ রসোদয় সম্ভব নয়। রূপের সঙ্গে গুণ বয়স বেশাদি

সোনায় সোহাগাবৎ হইলেই রসোল্লাস প্রকাশিত হয়। মঞ্জরী শোভায় মুগ্ধ ভৃঙ্গ পুষ্পের রসপানে উন্মত্ত হয় তজ্জন্য মঞ্জরীতে উত্তম রূপ বিলাস আবশ্যক।

গুণঃ—

স্বেষ্টসেবোচিতৈর্নানাকলাবৈদগ্ধিকেলিভিঃ।
হরিমনোহরা ভবেৎ যূথেশাস্নেহভাজনী।।

যথা ঃ— সাদ্‌গুণ্যসেবাচরিতানুকূল্যৈর্বিস্মাপয়ান্যুজ্জ্বলরাধিকেশম্।।

গুণ ঃ—

নিজ ইষ্টসেবা উপযোগী নানা কলাচাতুর্য্য বিলাসাদি দ্বারা সাধিকা যূথেশ্বরী স্নেহভাজনীরূপে হরিমনোহরা হইবেন।

যথা ঃ— সাদ্‌গুণ্য সেবাচরিতের আনুকূল্য দ্বারা আমি উজ্জ্বল রসরাজ রাধাকান্তকে বিস্মাপিত করিব অথবা উজ্জ্বলরস বিলাসী রাধাকৃষ্ণকে বিস্মাপিত করিব।

বিবেক ঃ— মঞ্জরীর রূপগুণে কৃষ্ণের লোভ ও ক্ষোভাদির প্রমাণ বিলাপ কুসুমাঞ্জলির শ্লোকে স্পষ্ট।

বেশঃ —

স্বযূথেশ্বরীনির্ম্মাল্যবসনভূষণাদিভিঃ।
সুবেশকেশসম্পন্নামাত্মানং বিনিভাবয়েৎ।।

যথা ঃ— রাধাপ্রসাদ্যুত্তমপট্টশাটী-
মনোজ্ঞরত্নাভরণাদিভিঃ স্বাম্।
বিভূষয়ান্যঞ্জন কুঙ্কুমাদ্যৈ-
র্যথা সুখী স্যাদরবিন্দনেত্রঃ।।

বেশ ঃ—

নিজ যূথেশ্বরীর প্রসাদী বসন ভূষণাদি দ্বারা সুবেশ কেশ সম্পন্নারূপে নিজেকে বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন।

যথা ঃ— যাহাতে অরবিন্দলোচন গোবিন্দ সুখী হয় তজ্জন্য আমি রাধার প্রসাদী পট্টশাড়ী মনোজ্ঞ রত্ন আভরণাদি তথা অঞ্জন কুঙ্কুমাদি দ্বারা নিজেকে বিভূষিত করিব।

বিবেকঃ—

কৃষ্ণসুখে সুখীতাই সখীদের স্বরূপধর্ম্ম। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যপর সেবাচার বেশ ভূষাদি ধারণেই তৎসুখে সুখীত্বরূপ প্রেম ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। রাধার প্রসাদী বসনাদি ধারণের তাৎপর্য্য কৃষ্ণপ্রীতি সম্পাদন। কারণ রাধা কৃষ্ণের প্রিয়তমা। রাধার বেশভূষাদি ধারণের মাধ্যমে তাঁহার সেবানুকূল্যবতীও কৃষ্ণের প্রেম ভাজনী হইয়া থাকেন। প্রসাদ সেবায় যেমন মায়া জয় তেমন প্রেম বিজয় সিদ্ধ হয়। প্রসাদ ও প্রসাদী দ্রব্যের সেবাই সর্ব্বোত্তম ভৃত্য ধর্ম্ম। প্রসাদ সেবায় সেবক সেবিকার ভোক্তৃত্ব নিরস্ত হইয়া নিরুপাধিক ভৃত্যভাব প্রসিদ্ধ হয়।

রতি প্রসঙ্গঃ

যথা-কৃষ্ণং প্রতি

যমীতটান্তে নৃপ রাজমূলে
ত্রিভঙ্গরাজন্মৃদুহাস্যভাজী।
সাচী কটাক্ষৈর্মুরলী রসজ্ঞঃ
কিশোরকৃষ্ণো রতিকৃন্মমাসৌ।।

যথা-রাধাং প্রতি —

শ্রীকৃষ্ণকান্তামণেরাধিকায়া
রণুত্তমপ্রেমবিলাসশীল।
সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যগুণানুকর্ণা-
দাকৃষ্টচিত্তা প্রভবাণি দাসী।

রতি প্রসঙ্গ ঃ—

রাগমার্গীয় সাধক নিজাভীষ্ট রতি প্রসঙ্গ চিন্তা করিবেন অর্থাৎ কি ভাবে কৃষ্ণ প্রতি এবং কি ভাবেই বা রাধা দাস্যে রতি হইল তাহার একটি পরিষ্কার ধারণা চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবেন।

কৃষ্ণপ্রতি রতি প্রসঙ্গ ঃ—

যথা ঃ— যমুনাতটে কদম্বরাজ মূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মৃদু হাস্যভাজী বামনেত্রাঞ্চলে কটাক্ষধারী মুরলীবাদ্যরসিক সেই কিশোর কৃষ্ণই আমার রতি অর্থাৎ চিত্তক্ষোভকারী।

যথা ঃ— চিকনকাল, গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়। চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়নে চায়। কি আজ পেখিলু, যমুনার কুলে, ছলিয়া নাগর কান। ঘর মু যাইতে, নারিলাম সই, আকুল করিল প্রাণ।। গোবিন্দ দাস কবিরাজ।।

রাধাপ্রতি রতি প্রসঙ্গ ঃ

যথা ঃ— শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শিরোমণি রাধিকার অনুত্তম প্রেম বিলাস স্বভাব সৌন্দর্য্য সৌভাগ্য সদগুণাদি শ্রবণে আকৃষ্ট চিত্তা আমি তাঁহার দাসী হইব।

যথা ঃ— যামুন সলিল আহরণে গিয়া বুঝিব যুগল রস প্রেমমুগ্ধ হৈয়া পাগলিনী প্রায় গাইব রাধার যশ।। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

আহা মরি কি হেরিনু হায়! অনুত্তম অনুপম শ্রীগোবিন্দ রায়। আর নয়ন ফিরাতে নারি কি হবে মোর জীবনে।। রব মুঁই শ্যামের চরণে।।

বিবেক ঃ— রতি প্রসঙ্গ বিনা সঙ্গ ও সেবায় আকৃষ্টি জাগ্রত হয় না। তজ্জন্য রতি প্রাপ্তির অভিলাষ সাধকচিত্তে বিলাস বহুল হইয়া থাকে।

সঙ্গিনীত্বং যথা ঃ—

নিজাভীষ্ট সেবাভিজ্ঞা সখীনাং সঙ্গিনী ভবেৎ।
তাভিঃ সার্দ্ধং যথৌচিতাং সেবাং সম্পাদয়েৎ সুখম্।।

যথা— **নিকুঞ্জ যূনো সততানুকূল্য —**
কলাবতীং রূপসখীং শ্রয়াণি।
সদৈব তস্যাঽনুগতিং চরাণি
তয়া চ নিত্যং যুগলং ভজানি।।

বা— **নিকুঞ্জ যূনো রতিযোগপাত্রী**
রূপানুগত্যং সততং দধানি।
তয়া চ নিত্যং যুগলং ভজানি
শ্রীরূপসঙ্গত্যভিমানমুগ্ধা।।

যূথ ঃ—

সঙ্গিন্যা যূথ এবাত্র স্বযূথত্বেন কীর্ত্তিতঃ।
তস্মিন্নেব বসন্নিত্যং নিজাভীষ্টং সমাচরেৎ।।
শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণমৌলিরত্না
সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবিনোদসিন্ধুঃ।
সমস্তবৈদগ্ধিবিলাসকন্দা
যূথেশ্বরী মে বৃষভানুকন্যা।।

সঙ্গিনীত্ব ঃ—

সাধক নিজাভীষ্ট সেবা বিষয়ে অভিজ্ঞ সখীদের সঙ্গিনী হইবেন এবং তাহাদের সহিত সুখে যথোচিত সেবা সম্পাদন করিবেন।।

যথা ঃ— আমি নিকুঞ্জ বিলাসী যুগল কিশোরের সর্ব্বদা সেবানুকূল্য কলাবতী রূপমঞ্জরীকে আশ্রয় করিব। সর্ব্বদা তাহার আনুগত্য করিব এবং তাহার সঙ্গে নিত্য যুগলের সেবা করিব।

অথবা ঃ— আমি নিকুঞ্জ মধ্যে সুরত কেলি বিলাসী যুগল কিশোরের মিলনকর্ত্রী রূপমঞ্জরীর আনুগত্য সর্ব্বদাই ধারণ করিব এবং শ্রীরূপের সঙ্গজাত অভিমান মুগ্ধা হইয়া তাহারই সঙ্গে নিত্যকাল যুগলের পরিচর্য্যা করিব।

ললিতা আদেশ হবে, রূপের সহিত তবে, প্রবেশিব নিকুঞ্জ ভবনে। যুগলকিশোর হেরি, আনন্দ পাথারে ঢুরি, সেবন করিব দুঁহুজনে।।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।। ইত্যাদি।।
অথবা রূপের সঙ্গিনী হয়ে নিকুঞ্জ ভবনে।
সেবিব যুগল পদ আনন্দিত মনে।।

যূথ ঃ— সেবাসঙ্গিনীর যূথই এখানে নিজ যূথরূপে কীর্ত্তিত। সেই যূথে থাকিয়াই নিজাভীষ্ঠ সেবাদির অনুষ্ঠান করিবেন।।

যথা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের কান্তাগণের শিরোমণি সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যবিনোদ সিন্ধু, সমস্ত বৈদগ্ধি বিলাসের কন্দা বৃষভানুপুত্রীই আমার যূথেশ্বরী।

বিবেক ঃ—

ব্রজে অনেক যূথেশ্বরী থাকিলেও রূপানুগ সাধক রাধাকেই যূথেশ্বরী মানিবেন। অন্য যূথেশ্বরী অপেক্ষা রাধার বৈশিষ্ট প্রচুর। তাঁহার আনুগত্য জীবীদের কৃষ্ণ সেবা প্রসাদ নিরন্তর লভ্য বিচারে তাঁহাকেই আশ্রয় করিবেন।

সম্বন্ধ ঃ—

যূথেশা মৎপ্রাণেশ্বরী গোবিন্দো জীবিতেশ্বরঃ।
দ্বয়োরাশ্লিষ্টকর্ম্মাহমিত্যভিমানমাচরেৎ।।

প্রাণেশ্বরী মে বৃষভানুপুত্রী
প্রাণেশ্বরঃ শ্রীরসরাজকৃষ্ণঃ।
গণেশ্বরী শ্রীললিতানুরাধা
রূপানুগাহং যুগলার্চ্চনে হি।।

তত্র প্রাণেশ্বরস্য বিশেষতা ঃ—

সৌন্দর্য্যরাজো মধুরাধিরাজো
বিদগ্ধরাজো বরকীর্ত্তিরাজঃ।
সাগুণ্যধিষ্ণ্যো রতিকেলিতৃষ্ণঃ
প্রাণেশ্বরো মে রসরাজকৃষ্ণঃ।।
সর্ব্বশুদ্ধরসবৃন্দকন্দলঃ
সর্ব্বনায়কঘটাকিরীটগঃ।
অত্যলৌকিকগুণৈরলঙ্কৃতো
গোকুলেন্দ্রতনয়ো মদীশ্বরঃ।

তথা চ প্রাণেশ্বর্য্যা বিশেষতা ঃ—

অখণ্ডসৌন্দর্য্যবিলাসসিন্ধু
রনূর্দ্ধমাধুর্য্যবিলাসসিন্ধুঃ।

অনন্তলীলারসকীর্ত্তিসিন্ধুঃ
প্রাণেশ্বরী মাধবিকাত্র রাধা।।

তত্র গণেশ্বর্য্যা বিশেষতা ঃ—

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধৈঃ
প্রধানমন্ত্রীপদমান্যতন্ত্রী।
প্রেষ্ঠালিষু জ্যেষ্ঠতমা মহিষ্ঠা
গণেশ্বরী মে ললিতানুরাধা।।

সম্বন্ধ ঃ—

যূথেশ্বরী রাধা আমার প্রাণেশ্বরী, গোবিন্দ আমার জীবিতনাথ, আমি তাঁহাদের আশ্লিষ্ট কর্ম্মা দাসী এই প্রকার অভিমান পোষণ করিবেন।

যথা ঃ— শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আমার প্রাণেশ্বরী, শ্রীরসরাজ কৃষ্ণ আমার প্রাণেশ্বর, অনুরাধা ললিতা আমার গণেশ্বরী এবং যুগল সেবায় আমি রূপানুগা দাসী।

সেখানে প্রাণেশ্বরের বিশেষ ঃ—

সৌন্দর্য্যের রাজা, মাধুর্য্যের রাজা, বিদগ্ধবিলাসের রাজা, শ্রেষ্ঠকীর্ত্তির রাজা, সকল সদ্‌গুণের ধাম, নিরন্তর সুরতকেলি লোলুপ রসরাজ কৃষ্ণই আমার প্রাণেশ্বর।

সর্ব্বশুদ্ধ রস সমূহের সমাশ্রয়, সর্বনায়কগণের মুকুটমণি, অতি অলৌকিক গুণালঙ্কারে ভূষিত গোকুলেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই আমার প্রাণেশ্বর।

প্রাণেশ্বরীর বিশেষ— অখণ্ড সৌন্দর্য্য বিলাসের সিন্ধু, অনূর্দ্ধ মাধুর্য্য বিলাস সাগরী, অনন্ত লীলা রসকীর্ত্তির সুধানিধি মাধবী রাধিকাই আমার প্রাণেশ্বরী।

তত্র গণেশ্বরীর বিশেষতা—

নিকুঞ্জ দম্পতীর রতি কেলি সিদ্ধি বিষয়ে মন্ত্রণাকারিণী সখীদের মধ্যে প্রধান পদবীমান্যতন্ত্রী শ্রেষ্ঠ সখীদের মধ্যে গুণে শ্রেষ্ঠতমা ও মান্যতমা অনুরাধা ললিতাই আমার গণেশ্বরী।

যূথেশায়াঃ পাল্যদাসিতা চ

স্বাভিষ্টসেবনাভিজ্ঞা যূথেশাপাল্যদাস্যহম্।
ইত্যাত্মানং বিভাবয়েত্তদানুগত্যতৎপরাম্।।

নাগর্যলীলাললিতাগ্রণীশা।
শ্রীরাধিকাযূথমহং শ্রয়াণি।।
পাদাব্জযুগ্মং খলু পাল্যদাসী।
ভজানি নিত্যং রতিমঞ্জরীব।।

যূথেশ্বরীর পাল্যদাসীতা—

নিজাভীষ্ট সেবা বিষয়ে অভিজ্ঞা যূথেশ্বরীর পাল্যদাসী আমি" এইভাবে তাঁহার আনুগত্য তৎপর রূপেই নিজেকে ভাবনা করিবেন।

যথা ঃ— নাগর্য্য লীলা ললিতাগ্রণীদের ঈশ্বরী শ্রীরাধার যূথকে আমি আশ্রয় করিব এবং তাঁহার পাল্যদাসী রূপে রতি মঞ্জরীর মত নিত্যদা তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিব।

পরাকাষ্ঠা

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি বৃষার্কজে।
ত্বয়া বিনা ন জীবামীতিবিজ্ঞায় কৃপাং কুরু।।
পরাকাষ্ঠাত্র নিষ্ঠায়াঃ পরমত্বং বিধীয়তে।
তথৈব শরণাগতৈরৈকান্তিক্যঞ্চ রূপ্যতে।।

পরাকাষ্ঠা—

হে বার্ষভানবি আমি তোমারই, আমি তোমারই আমি তোমারই দাসী, তোমা বিনা আমি বাঁচিব না ইহা জানিয়া এদাসীকে কৃপা কর।

নিষ্ঠার পরমত্ব এখানে পরাকাষ্ঠা শব্দে কথিত হইয়াছে। তেমনই ভাবে শ্রবণাগতির ঐকান্তিকত্বও রূপায়িত হইয়াছে। পরাবস্থাই পরাকাষ্ঠা বাচ্য।

তত্র রাধানিষ্ঠা বিশেষ ঃ—

রাধে রসাব্ধে রসিকাগ্রগণ্যে
ত্বমেব মৎপ্রাণগতির্মমেকা।
ত্বয়া বিনান্যং মনসা ন জানে
তবৈব দাসীত্যভিমানপাহম্।।
জীবনে চ মরণে চ সর্ব্বদা
সঙ্কটে চ বিজয়ে চ সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তিরসকল্পবল্লরী
রাধিকৈব মম জীবিতেশ্বরী।।

সেখানে রাধানিষ্ঠা বিশেষ ঃ—

হে রাধে, হে রসসাগরি! হে রসিকাগ্যগণ্যে তুমিই আমার একমাত্র প্রাণ গতি স্বরূপা। তোমারই দাসী এই অভিমান পালিকা আমি তোমাকে বিনা মনে মনে অন্য কাহাকেও জানি না।

জীবনে মরণে সর্ব্বদা বিপদে বিজয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তি রসকল্প বল্লরী রাধিকাই আমার জীবিতেশ্বরী।

অথ আজ্ঞাসেবা

আজ্ঞারূপা চ স্বাভীষ্টরূপা চ সেবাত্র দ্বিবিধা ভবেৎ।
যথা কালে যথা ভাবৈর্যথা সঙ্গিভিরাচরেৎ।।

রাধা সখীনাং পরিচারিকানাং
আজ্ঞাঞ্চ নিত্যং শিরসা বহানি।
সম্পাদয়ানীপ্সিতমাশু তাসাং
সন্তোষয়ানীশ্বরযুগ্মমুচ্চৈঃ।।

আজ্ঞাসেবা ঃ—

আজ্ঞারূপা ও স্বাভীষ্টরূপা ভেদে সেবা দ্বিবিধা। তাহা কাল ও ভাব অনুসারে সঙ্গিনীদের সঙ্গে যথাযথ সম্পাদন করিবেন অর্থাৎ যখন যেমন আজ্ঞা তখন তেমন করিবেন। আজ্ঞার অভাবে মন জানিয়া বা ঈঙ্গিত বুঝিয়া রুচিকরী সেবার অনুষ্ঠান করিবেন।

যথা ঃ— রাধাসখীদের ও তাঁহাদের পরিচারিকাদের আজ্ঞা সর্ব্বদা আমি মস্তকে বহন করিব। আজ্ঞা মাত্রেই শীঘ্র তাঁহাদের বাঞ্ছিত সেবা সম্পাদন করিব এবং ঈশ্বর যুগলকে যথেষ্ট সুখী করিব।

যথাঃ— ললিতা বিশাখা আদি যতসখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।।

স্বাভীষ্ট সেবা ভাবনা যথা—

প্রসাধয়ানি স্বনিকুঞ্জনাথৌ
সুগন্ধপুষ্পাভরণৈর্বিচিত্রৈঃ।।
নম্মার্লিবৃন্দৈঃ পরিবীজয়াণি
তাম্বূলমাস্যে চ তয়োর্দদানি।।

নিবাস ঃ—

বৃষভানুপুরে কিম্বা যাবটে নন্দগোকুলে।
স্বেষ্টযূথগণান্তরে সেবান্তরে বসেচ্চিরম্।।

যথা ঃ— রাধানিবাসে চ তদীয়কুঞ্জে
তথা সরস্তীরনিজৈককুঞ্জে।
নন্দীশ্বরেহথ স্বসখীগণে চ
বসানি নিত্যং প্রিয়সেবনার্থম্।।

স্বাভীষ্ট সেবা ভাবনা—

যথা ঃ— আমি বিচিত্র সুগন্ধ পুষ্পের আভরণ দ্বারা নিকুঞ্জ নাথদ্বয়কে বিভূষিত করিব। নর্ম্মসখীদের সঙ্গে চামর বীজন করিব ও যুগলের মুখে তাম্বুল যোগাইব। যথা ঃ—

গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে।।

নিবাস—

বৃষভানুপুরে কিম্বা যাবটে অথবা নন্দ গোকুলে নিজেষ্ট যূথগণে ও সেবান্তরে চিরকাল বাস করিবেন।

যথা ঃ— প্রিয় সেবার্থে আমি রাধানিবাসে তদীয় সেবাকুঞ্জে, তদীয় কুণ্ডতটস্থিত নিজকুঞ্জে, নন্দীশ্বরে ও নিজসখীগণ সঙ্গে নিত্য বাস করিব।

যথা ঃ— কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ন ভরি, কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।। শ্রীঠাকুর মহাশয়-

বৃষভানুপুরে আর যাবট মন্দিরে।
রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জে কিম্বা নন্দীশ্বরে।।
নিজকুঞ্জে বাস প্রিয়নর্ম্ম সখীগণে।
যুগল কিশোর সেবি নিকুঞ্জ কাননে।।

যথা ঃ— হরিদয়িত রাধাচরণ প্রয়াসী।
ভক্তি বিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী।।

— *শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুর*

সিদ্ধাঙ্গ ভাবনম্ ঃ—

যথা সদাশিবেন প্রোক্তং

পরকীয়াভিমানিন্যস্তথাস্য চ প্রিয়াজনাঃ।
প্রচুরেণৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্।।
আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্।।
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন ততো ভোগপরাঙ্মুখাম্।।
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্।।
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্।
তৎসেবনসুখাস্বাদভরেণাতিসুনির্বৃতাম্।।
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ সান্তা মহানিশা।।

এবং প্রকারেণ গৌরভক্তৈর্গৌড়ধাম্নি স্বাভীষ্ট জনিনামরূপ বয়োবেশযূথসেবাসঙ্গিনিবাসাদীনাং যোগ্যভাবনা কর্ত্তব্যা। তত্র বিবেকঃ কেবল কৃষ্ণোপাসকানাং ব্রজধাম্নি স্বাভীষ্ট জনি নামরূপাদীনাং ভাবনা যথা কর্ত্তব্যা কেবলং গৌরোপাসকৈস্তথা তদ্বৎ কর্ত্তব্যা পরন্তু উভয়োপাসকৈস্তত্র উভয়ধাম্নি তদেব কর্ত্তব্যম্।

যথা ঃ— অহং নবদ্বীপনিবাসিভক্ত
ভূদেব সূনুর্বিনয়ী সুনামা।
প্রফুল্লহেমাম্বুজদীব্যকান্তি
নবীনকৈশোরবয়োবিলাসী।।

সুবেশকেশাভরণাদিরম্যঃ
সঙ্গীতবিজ্ঞো ব্রজকাব্যনিষ্ঠঃ।
বিশ্বম্ভরঃ প্রাণসখা স্বরূপ-
দামোদরো যূথপতির্মহান্ মে।।
রূপানুগো নিত্যবিচিত্রবেশ
শৃঙ্গারসেবাদি কলাবিদগ্ধঃ। ইতি দৃক্।

শ্রীসদাশিব প্রোক্ত সিদ্ধাঙ্গ ভাবনা পদ্ধতি যথা সনৎকুমার সংহিতায়—

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণ পরকীয়াভিমানিনী হইয়া প্রচুর ভাবসহকারে নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করিয়া থাকেন। সাধক তাঁহাদের মধ্যে নিজকে এক মনোরমা রূপযৌবন সম্পন্না প্রমদাকৃতি কিশোরীরূপে চিন্তা করিবেন। সেই কিশোরী নানাশিল্পকলায় নিপুণা ও শ্রীকৃষ্ণের ভোগানুরূপা। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও তাহা হইতে ভোগপরান্মুখী। সে শ্রীরাধিকার অনুচরী এবং নিত্যই তৎসেবাপরায়ণা। সে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীরাধা প্রতি অধিক প্রেম করিয়া থাকে এবং প্রীতি ও যত্ন সহকারে রাধা গোবিন্দের মিলন করায়। উভয়ের সেবা সুখাস্বাদনের প্রাচুর্য্যেই সে সাতিশয় সন্তুষ্টা। সাধক এই প্রকার নিজেকে চিন্তা করতঃ ব্রহ্মমূহূর্ত্ত হইতে নিশা পর্য্যন্ত অষ্টকালে সেবা করিবেন।

বিবেক ঃ—

ইষ্টবোধ হইতে আরাধ্যপ্রতি চিত্তের আবেশ ক্রমে রাগের উদয়। রাগে আরাধ্যের নামরূপগুণ লীলাদি চিন্তার অভাব থাকে না তৎসঙ্গে নিজ রূপগণাদির ভাবনাও চলিতে থাকে। তাহা সারসিক উপাসনা বিশেষ। আর যেখানে উপদেশের অপেক্ষা

আছে সেখানে কিন্তু রাগমার্গ অনূদিত প্রায় জানিবেন।

এই প্রকারে গৌর ভক্তগণ কর্ত্তৃক গৌরধামে স্বাভীষ্ট দ্বিজাদিজন্ম-নাম-রূপ-গুণ-বয়স-বেশ-যূথ-সেবা-সঙ্গী-নিবাসাদির যোগ্য ভাবনা কর্ত্তব্য।

তাহাতে বিবেক ঃ— কেবল কৃষ্ণোপাসকদের ব্রজধামে স্বাভীষ্ট জন্ম নাম রূপাদির ভাবনা যেরূপ কর্ত্তব্য কেবল গৌরোপাসকদেরও তদ্রূপ তদ্বৎ ভাবনাদি কর্ত্তব্য, পরন্তু উভয়ারাধ্য গৌর কৃষ্ণোপাসকগণ উভয়ধামে তাহাই করিবেন।

যথা ঃ— আমি নবদ্বীপ নিবাসী কোন গৌরভক্ত ব্রাহ্মণের পুত্র, বিনয় স্বভাবী, সুনামধন্য, প্রফুল্ল স্বর্ণ পদ্মের মত কান্তি ধারী, নবীন কিশোর বয়স বিলাসী, সুবেশ কেশ অলঙ্কারাদি দ্বারা সুরম্য শোভাশালী, সঙ্গীত অভিজ্ঞ, ব্রজ সাহিত্য নিষ্ঠ, বিশ্বম্ভর আমার প্রাণসখা, মহান্ স্বরূপ দামোদর আমার গণপতি। আমি রূপ গোস্বামীর নিত্যানুগত্যে গৌরসুন্দরের বিচিত্র বেশ শৃঙ্গারাদি সেবাকলায় বিদগ্ধ। এইরূপে সাধক স্বাভীষ্ট জন্ম নাম-রূপাদি চিন্তা যোগে গৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। কৃষ্ণলীলার আস্বাদক সূত্রে যে গৌর লীলা তাদৃশীলীলা তৎপরতাই গৌড়ীয় ভজনের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের অসুর মারণাদি লীলার ন্যায় গৌরের দিগ্বিজয়ীজয়াদি অনেক নৈমিত্তিক লীলা থাকিলেও তন্মধ্যে গৌরের অভীষ্ট লীলা রাধাভাবে নিজ ভাবমাধুর্য্য আস্বাদন। তজ্জন্যই তাঁর এই অবতার অতএব সাধক গৌরের নিত্যলীলা তৎপর হইবেন।

অপিচ সাধকের ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যেমন কৃষ্ণ ও গৌর লীলাসেবা উপযোগী নিজসিদ্ধ দেহ ভাবনা কর্ত্তব্য তদ্রূপ সর্বসাকল্যে লীলানাথ কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দরে নামরূপ গুণলীলাদিরও

প্রচুর ভাবনা কর্ত্তব্য। আরাধ্য গৌর কৃষ্ণের নামরূপগুণাদির পরিচিতি বিনা লীলাস্মরণ এক অবান্তর ব্যাপার বিশেষ। যদিও লীলা রূপগুণময়ী তথাপি সাধনক্রম বিচারে অগ্রে নাম, তৎপর তদ্রূপ, তৎপর গুণের চিন্তা তৎপর লীলা স্মরণ কর্ত্তব্য। গোবিন্দলীলামৃত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত তথা শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী হইতে কৃষ্ণলীলা এবং চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতাদি থেকে গৌরলীলা জানিবেন। বিশেষতঃ রূপপাদকৃত গৌরাঙ্গের অষ্টকালীন লীলাসূত্রানুসারে গৌরলীলাদি ভাবনা করিবেন। কৃষ্ণলীলার পরিচয় হইলেই গৌরলীলার উদ্দেশ পাওয়া যায়, কারণ গৌরলীলা কৃষ্ণলীলার আস্বাদক সূত্রেই অনুষ্ঠিতা।

গৌর গায়ত্রীগর্ভে গৌর সেবকের নিত্যদেহের জন্ম হয় তথা কামগায়ত্রীগর্ভে যে জন্ম হয় তাহাই গোপীদেহ। তাহাই তাঁহার নিত্যদেহ। প্রাকৃত জন্মে ও দেহে অপ্রাকৃত গৌর কৃষ্ণের দাসত্ব প্রসিদ্ধ নহে। সেখানে অপ্রাকৃত জন্ম ও দেহের প্রয়োজন। দীক্ষার মাধ্যমে গৌর গায়ত্রী ও কামগায়ত্রীগর্ভে সেই অপ্রাকৃত দেহের আবির্ভাব হয়। মন্ত্রে ও গায়ত্রীতেই সাধকের সিদ্ধদেহ সেবাদির পরিচয় অনুস্যুত আছে। অনর্থ মুক্ত সাধকে তাহা প্রকাশিত হয়।

অথাসক্তিসিদ্ধি

প্রৌঢ়রুচিত্বাদ্ভগবতি চিত্তস্য বিক্ষেপরহিতসান্দ্রাভিনিবেশ সংস্থিতিরেবাসক্তিস্তস্মাত্তদিতরে পরমবিস্মৃতিস্তু তটস্থঃ। স্বাভীষ্ট পরমাবিষ্টতাত্র রাগলক্ষণম্। তত্র নিঃশেষিতপ্রায়ানর্থস্য ভগবন্নাম রূপগুণলীলাদীনাং মাধুর্য্যবোধপ্রাচুর্য্যাদেব তেষাং প্রতি লাম্পট্যন্তু স্ত্রিয়ো বিটানামিব সুদুস্ত্যজ্যমেব। ভগবন্মাধুর্য্যবোধবাহুল্যাদেব সাধকস্যাপি পূর্ব্বোক্তরুচিময়স্বরূপস্যাপি স্বাভাবিকী স্থিতিরপি

ক্রমশঃ উপজায়তে। দিদৃক্ষাশ্রুশ্রূষা লিপ্সাভিরাক্রান্ত-চিত্তত্বাদাসক্তিরেবোৎকণ্ঠার্ত্তিদৈন্যাদিজনন্যেব।

এষা হি পূর্বরাগপ্রাদুর্ভাবপূর্ব্বাবস্থাস্বাস্থ্যসম্পাদক-মহৌষধিরেব। পরানুরক্তিবশাদেব ভগবন্নামরূপগুণাদীনাং সঙ্গ নৈরন্তর্য্যাৎ সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কাম ইবাসক্তৌ ভগবদ্রতেঃ হাদ্যত্বং সূচিতম্। সামগ্রীযোগস্তু ভাবে ভাবিতমেব। আসক্তি নিগড়িতস্য সাধকস্য ভূতগ্রস্থস্যেব ভজনাবিষ্টতাযত্নতা সিদ্ধা এব নতু রুচিবদ্ধুদ্ধিপূর্ব্বিকা।

আসক্তি বারিপরিমার্জ্জিতবিধৌতশীতলস্নিগ্ধস্বচ্ছচিত্তস্ত সাক্ষাদিব সাক্ষীশস্য প্রতিবিম্বমালম্বতে সাক্ষাদিবাত্মনমপ্যনুভূয়তে। অত্রাসক্তৌ দেহবৃত্তিস্তু নিবৃত্তি চক্রবর্ত্তিনী ভবতি। স্বরূপবৃত্তিরপি জাগ্রত কর্ম্মীব, ভগবৎসন্তোষণপ্রবৃত্তিরপ্যাবৃত্তিবিক্রমমাক্রমতে। তস্মাত্তচ্চিত্তস্য কৃষ্ণস্যৌপবেশৌপকীয়ত্বং প্রতিপদ্যতে। এষাহি স্বরূপকল্পলতায়ার্মুকুলিতাবস্থা এব। তন্মাধুর্য্যমুগ্ধত্বাচ্ছ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণাদাবুত্তরোত্তরাবেশাদ্ধ্যানস্য সান্দ্রত্বঞ্চ সঞ্জীবিতমেব।।

অনন্তর আসক্তি ঃ—

প্রৌঢ় রুচি হেতু ভগবানে চিত্তের বিক্ষেপরহিত গাঢ় অভিনিবেশ সংস্থিতিই আসক্তি। তাহা হইতে কৃষ্ণেতরে পরম বিস্মৃতিই আসক্তির তটস্থ লক্ষণ। তাহাতে অনর্থ নিঃশেষ প্রায়। তাদৃশ অবস্থায় ভগবানের নামরূপ গুণ-লীলাদির প্রচুর মাধুর্য্যবোধ হইতেই সেই সেই নাম গুণাদিতে লাম্পট্য অর্থাৎ অত্যাসক্তি যোষিৎ কথায় লম্পটদের ন্যায় সুদুস্ত্যজ হইয়া থাকে।

ভগবন্মাধুর্য্যবোধ বাহুল্য হইতে সাধকেরও পূর্ব্বোক্ত রুচিময় স্বরূপেরও স্বাভাবিকী স্থিতি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। দিদৃক্ষা শুশ্রূষা লিপ্সাদি ভরে আক্রান্তচিত্তত্ব হেতু আসক্তিই উৎকণ্ঠা

দৈন্যাদির জননী হইয়া থাকে অর্থাৎ আসক্তি হইতেই ক্রমশঃ ইষ্টকে দেখিবার, সেবা করিবার ও লাভ করিবার ইচ্ছার সঙ্গে আর্ত্তিদৈন্য ও উৎকণ্ঠাদি জাত হয়।

ইহাই পূর্ব্বরাগ প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বাস্থার স্বাস্থ্য সম্পাদন মহৌষধি স্বরূপ। শ্রেষ্ঠ অনুরক্তিবশ হইতে ভগবানের নামরূপগুণাদির নিরন্তর সঙ্গ হইতে কাম সজ্জাত হয়। নামের আসক্তিতে ভগবৎ রতির আদ্যত্ব সূচিত হয় তৎপর সামগ্রী যোগ ভাবেই সম্পন্ন হয়।

আসক্তি নিগড়িত চিত্ত সাধকের ভূতগ্রস্তবৎ ভজনাবিষ্টতা অযত্ন সিদ্ধ ব্যাপার তাহা রুচির ন্যায় বুদ্ধি পূর্ব্বিকা নহে।

আসক্তি বারি পরিমার্জ্জিত বিধৌত শীতল স্নিগ্ধ স্বচ্ছচিত্ত সাক্ষাতের ন্যায় সাক্ষীশ্বর গোবিন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে। নিজেকে সাক্ষাতের মতই মনে করে। ইহাই সাধকের আপন দশা।

এই আসক্তিতে দেহবৃত্তি নিবৃত্তি চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ নিবৃত্তির চক্রে বাস করে। স্বরূপবৃত্তিও জাগ্রত কর্ম্মীর ন্যায় সক্রিয়। ভগবৎ সন্তোষণ প্রবৃত্তিও আবৃত্তি বিক্রমকে অধিকার করিয়া বসে অর্থাৎ তখন ভগবৎ তোষণ ব্যাপার পুনঃ পুনঃ চলিতে থাকে।

তখনই সেই চিত্তে কৃষ্ণের উপবেশন উপযোগিতা প্রতিপন্ন হয়। ইহাই স্বরূপ লতিকার মুকুলিত অবস্থা বিশেষ। কৃষ্ণনামাদির মাধুর্য্যমুগ্ধতাক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে উত্তরোত্তর আবেশ হইতে ধ্যানের গাঢ়ত্ব সঞ্জীবিত হয়। তাৎপর্য্য এই আসক্তি দুস্ত্যজ্য লক্ষণান্বিত বলিয়া শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণাদিও দুস্ত্যজ্য বিচারে ধ্যান নিরন্তর হইয়া থাকে।

অতো ভাবঃ —

সমৃদ্ধরুচিভিশ্চিত্তমাসৃণকৃদ্ভাবঃ শুদ্ধসত্ত্বস্যেবাদিকৃতিরিহ।

প্রৌঢ়াসক্তিত্বাদতঃ স্বতঃসিদ্ধস্বরূপসংকল্পকল্পদ্রুমোঽভিতঃ পুষ্পিতো ভবতি। ততশ্চ ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিবক্তির্মানশূন্যতাশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিরাসক্তিস্তগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে ইত্যাদ্যনুভাবাদয় আশ্বাবির্ভবন্তি ভাবুকে সুখম্। সাধকস্য স্বরূপমত্র সারসিকীস্বাভাবিকীপরিস্থিতিপরাকাষ্ঠামধিতিষ্ঠতি। তস্মাত্তদিতরদেহদৈহিকাদীনাং পরমবিস্মৃতি বাহুল্যন্তু তটস্থঃ। প্রেম্নঃ প্রথমাবস্থায়াং ভাবেঽত্র মধুসূদনস্য বিলাসস্বাচ্ছন্দমভিতোঽভিযোগায় প্রভবতি। ভাবে স্বভাবানুভাববিভাবিত সাধকচেতসি ভগবদ্রূপরসগুণস্পর্শশব্দাদীনাং পরোক্ষানুভূতিবিভূতিরেব প্রভুতামুপৈতি। তথা সাধকস্য স্বরূপস্য চক্ষু-কর্ণ জিহ্বানাসাত্বগাদীনাং সাদ্‌গুণ্যসৌষ্ঠবং তৈরেবাভিপদ্যন্তে প্রতিপদমেব।

পূর্ব্বং রুচিভাবিতা ভাবাদয়োঽত্র বিভাবানুভাবসাত্ত্বিক সঞ্চারিভাবাদিভিঃ প্রাদুর্ভূতপূর্ব্বরাগবিচেশ্চিতৈশ্চাভিতো রসতামধিগচ্ছন্তি। তদ্রূঢ়ভাবাঢ্যভক্তাঃ ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকা। নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।। ভাবচন্দ্রিকাপি প্রতিপদমেবানন্দোদধিমাপ্লাবয়ন্ দশদশায়ামুপনয়ত্যুচ্চৈঃ। ধ্রুবস্মৃতি প্রতিভাবিত সাধকস্তদা কিমপ্যদ্ভুত দশামভিগচ্ছতি তত্তু তত্ত্ববিজ্ঞৈরপ্যবিজ্ঞেয়মেব।।

তৎপর ভাব সিদ্ধি ঃ—

সুসমৃদ্ধ রুচি আদির দ্বারা চিত্ত মসৃণকারীই ভাব। ইহা শুদ্ধসত্ত্বের প্রথমচেষ্টা। প্রৌঢ় আসক্তি ভাবহেতু তাহা হইতে স্বতঃ সিদ্ধ স্বরূপ সংকল্প কল্পতরু সর্বতোভাবে পুষ্পিত হয়। তাহা হইতে ক্ষান্তি, অব্যক্তকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাবাদি ভাবুকে সুখে আশু

আবির্ভূত হয়।

সাধকের স্বরূপ এখানে সারসিকী স্বাভাবিকী পরিস্থিতির পরাকাষ্ঠায় অবস্থান করে, তজ্জন্য কৃষ্ণেতর দেহ দৈহিকাদিতে পরম বিস্মৃতি বাহুল্যই ভাবের তটস্থ লক্ষণ।

এই প্রেমের প্রথমাবস্থারূপ ভাবে মধুসূদনের বিলাস স্বচ্ছন্দের সর্বতো প্রতিযোগিতা উদিত হয়। ভাবভরে স্বভাব অনুভাব বিভাবিত সাধক চিত্তে ভগবানের রূপ রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির পরোক্ষ অনুভূতি বিভূতি প্রভুত উপস্থিত হয়। তেমন ভাবে সাধকস্বরূপের চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসা-ত্বগাদির সাদ্‌গুণ্য সৌষ্ঠব প্রতিপদে ভগবদ্ রূপাদির দর্শনাদিতে প্রতিপন্ন হয়।

পূর্ব্বে রুচিভাবিত স্বভাবাদি ভাবে বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ও সঞ্চারি ভাবাদি যোগে প্রাদুর্ভূত পূর্বরাগ চেষ্টাদির সাকল্যে যথেষ্ট রসতা প্রাপ্ত হয়।

সেই রূঢ় ভাবাঢ্য ভক্তগণ কখনও অচ্যুত চিন্তা ফলে রোদন, কখনও বা হাস্য করেন, কখনও আনন্দিত হইয়া অলৌকিক বলেন, নৃত্য করেন কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে কখনও পরম আনন্দভরে মৌন হইয়া থাকেন। ভাবচন্দ্রিকাও সেখানে প্রতিপদে আনন্দ সমুদ্রকে আপ্লাবন করিতে করিতে সাধককে প্রবলভাবে দশদশায় উপনীত করে।

ধ্রুবস্মৃতি প্রতিপাদিত সাধক সেইকালে কি যে এক অদ্ভুত দশায় অধিবাস করে তাহা কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌দের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয়ই বটে।

ততঃ প্রেমা— প্রেমার্থদর্শনং ঃ—

পরমারাধ্য ভগবত্যাস্তিক্যহেতুক্যনন্যাসিদ্ধমমতা হি প্রেমা তস্মাত্তত্তোষণার্থমখিলচেষ্টিতন্তু তটস্থম্। তথানুসঙ্গিকন্তু দেহ-দৈহিক পার্থিবেষু পরমৌদাসিন্যমভিগচ্ছতি। প্রেম্নি শ্রদ্ধানিষ্ঠাবতি

রুচ্যাসক্তিভাবানাস্তু পরমসান্দ্রত্বং সিদ্ধম্। যদ্বা শ্রদ্ধানিষ্ঠারতিরুচ্যাদীনাং পরমপক্কাবস্থাবিশেষ এব হি প্রেমা। স্বরূপমত্র সাধকস্য সর্ব্বসাফল্যবিশিষ্টম্। তৎপ্রেমাকর্ষণেন মন্ত্রাহূত সর্প ইবারাধ্যোহসৌ স্বসাধকেঽপ্যতিশীঘ্রং সাদরং সুখং তদভিলষিত স্বরূপরূপপরিবেশমাবিস্কৃত্য সাক্ষাদেবার্বিভবত্যনুভাবয়তি চ নৈজমাধুর্য্যপঞ্চকৈরস্য পঞ্চেন্দ্রিয়ান্যলম্। তদা ভাবা উদ্দীপ্তদশামেত্য পরমচমৎকারিরসসাম্রাজ্যং বিস্তার্য্য সাধকে নিরুপাধিকালৌকিক স্বধামপরিকরদর্শনসেবনসৌখ্যঞ্চ সংবিধায়াস্য স্বরূপসিদ্ধিং প্রযচ্ছন্তি।

তদা সাধকো জীবন্মুক্তো ভবত্যমৃতভবতি মায়াঞ্চ তরতি লোকাংশ্চ তারয়তি, কুলং পুনাতি মহাজনোত্তমশ্লোকো ভবতি। তেনৈব চ স্বনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি। এতাবদেব জন্মসাফল্যং সাধন সাফল্যঞ্চ। ইদমেহ হি নৃণাং প্রয়োজনম্। পরম নিঃশ্রেয়সমিদমেব। পরমাভীষ্ঠঞ্চেদমেব নান্যথা। ইদমেবহি পরমপ্রার্থনীয়মেব হি পরমং কাম্যম্। এতদেবহি পরমসিদ্ধিরিদমেব হি পরমজীবনঞ্চ। অনির্ব্বচনীয়মপি প্রেমরহস্যং তদা যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইতি ন্যায়েন সাধকে যদৃচ্ছয়াবির্ভবতি তদ্বিচেষ্টিতস্তুভিজ্ঞৈরপ্যবিজ্ঞেয়মেব।

তৎপর প্রেমা ও প্রেমার্থ দর্শনসিদ্ধি —

পরমারাধ্য ভগবানে আত্যন্তিকী অহৈতুকী অনন্যসিদ্ধ মমতাই প্রেমা তাহা হইতে তাঁহার তোষণকল্পে অখিল চেষ্টাদিই তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ অনন্যমমতাদিই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ এবং তত্তোষণে অখিল চেষ্টাদি তটস্থ লক্ষণ। দেহদৈহিকাদি পার্থিব ব্যাপারে পরম উদাসীনতাই তাঁহার (প্রেমের) আনুসঙ্গিকফল। প্রেমে শ্রদ্ধা নিষ্ঠারুচি আসক্তি ভাবাদির পরম গাঢ়তা প্রসিদ্ধ।

অথবা শ্রদ্ধানিষ্ঠারুচি আসক্তি ভাবাদির পরম পক্কাবস্থা বিশেষই এই প্রেম।

এখানে সাধকের স্বরূপ সর্বসাফল্য বিশিষ্ট। সেই প্রেমাকর্ষণে মন্ত্রাহুত সর্পের ন্যায় সেই আরাধ্য নিজ সাধকে অতিশীঘ্রই সাদরে সুখে তাঁহার অভিলষিত স্বরূপ রূপপরিবেশ আবিষ্কার করতঃ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া নিজ মাধুর্য্য পঞ্চকের দ্বারা সেই সেবকের পঞ্চেন্দ্রিয়গণকে যথেষ্ট অনুভাবিত করেন।

তৎকালে ভাব উদ্দীপ্তদশা প্রাপ্য হইয়া পরম চমৎকারকারি রস সাম্রাজ্যকে বিস্তার করতঃ সাধকে নিরুপাধিক অলৌকিক নিজ ধাম পরিকরদের দর্শন সেবন সুখ সম্যক্ প্রকারে বিধান করিয়া তাঁহাকে স্বরূপ সিদ্ধি প্রদান করেন।

তৎকালে সাধক জীবন্মুক্ত ও অমৃত হন। মায়া উত্তীর্ণ হন, স্বপ্রভাবে লোক সকলকে উদ্ধার করেন, কুলকে পবিত্র করেন ও মহাজন উত্তমশ্লোক হইয়া থাকেন।

তাহার দ্বারাই বসুন্ধরা স্বনাথ হয়। এইপর্য্যন্তই জন্ম সাফল্য ও সাধন সাফল্য। ইহাই মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজন এবং পরমনিঃশ্রেয়স। ইহাই পরম অভীষ্ট ইহার অন্যথা হয় না। ইহাই পরম প্রার্থনীয় বিষয়। ইহাই পরম প্রাপ্য, ইহাই পরমসিদ্ধি পরমজীবন।

অনির্বচনীয় হইলেও প্রেম রহস্য তখন, "যাহাকে অনুগ্রহের পাত্র রূপে বরণ করেন তাঁহার দ্বারাই তিনি লভ্য হন" এই ন্যায়ে সাধকে যদৃচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হয়। প্রেম প্রচেষ্টা কিন্তু অভিজ্ঞেরও অবিজ্ঞেয় বিষয় মাত্র।

ততো বিমুক্তিসংস্থিতিঃ —

ততঃ ক্ষণমেব তিরোভাবআরাধ্যে সাধকউন্মত্তবন্মহীমটন

সদা সর্ব্বত্রৈব প্রেমার্থং পশ্যন্ তদাপ্তিপরমোৎকণ্ঠার্ত্তি দৈন্যাদিদশানাং পরাকাষ্ঠামেত্য যদৃচ্ছয়োপপন্নে কালে কলেবরং ত্যক্ত্বা মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি ন্যায়েন স্বাভিলষিতং যোগমায়াদত্তং সচ্চিদানন্দগোপিকাতনুমেত্য যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী, ভাবো হি ভব কারণং তথা মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ইত্যাদি সিদ্ধি বচনানি সফলীকুর্ব্বন্ ক্ষণিকং স্বাভিলষিতসঙ্গী-সেবাদিকমপি লভতে। তদৈব তত্তনুরপি প্রকটপ্রকাশে নিত্যসিদ্ধাভিঃ সহ ভৌমগোকুলে স্বাভিলষিতগোপীগর্ভাদ্-যোগমায়য়োদ্ভাব্যতে। ততশ্চ কালে নিত্যসিদ্ধানাং সঙ্গিনীত্বেনৈব নিতরাং ভগবতি যোগ্য স্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাববিলাসমেত্য পূর্ণমনোরথো ভবতি। স্বাভিলষিতসেবারসং নিতরামশ্নুতে চ।

তৎপর বিমুক্তিসংস্থিতি সিদ্ধি ঃ—

তৎপর ক্ষণমধ্যেই আরাধ্যের তিরোভাবে সাধক গ্রহগ্রস্থবৎ পৃথিবী পর্যটন করিতে করিতে সর্বদা সর্বত্রই প্রেমার্থ (আরাধ্যদেবকে) দর্শন করিতে করিতে তৎপ্রাপ্তির পরম উৎকণ্ঠায় আর্ত্তি দৈন্যাদি দশার পরাকাষ্ঠা লাভ করতঃ যদিচ্ছাক্রমে যথাকালে কলেবর ত্যাগ করিয়া "মুক্তগণও লীলোপযোগী চিদ্দেহ ধারণ করতঃ ভগবানকে ভজনা করেন" এই ন্যায়ে নিজ অভিলষিত যোগমায়াদত্ত সচ্চিদানন্দময় গোপিকাদেহ পাইয়া "যাঁহার যেমন ভাবনা তাঁহার তেমন সিদ্ধি হয়," "ভাবই দেহপ্রাপ্তির কারণ" তথা "মরণে যেরূপ মতি গতি তদ্রূপই," "যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, হে অর্জ্জুন সদা তদ্ভাব ভাবিত সেই সেই ভাব অনুরূপ দেহই প্রাপ্ত হয়"

ইত্যাদি সিদ্ধি বচন গুলি সফল করিতে করিতে সাধক ক্ষণমধ্যে নিজ অভিলষিত সঙ্গী ও সেবাদিও লাভ করেন। তৎকালে আরাধ্য কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে ভৌম গোকুলে নিজ অভিলষিত গোপীগর্ভ হইতে সেই সিদ্ধদেহ যোগমায়া কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত হয়। তৎপর তিনি যথাকালে নিত্যসিদ্ধাদের সঙ্গিনীরূপে ভগবানে আত্যন্তিকভাবে যোগ্য স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-মহাভাবাদি বিলাস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হন এবং নিজেপ্সিত সেবারসও যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে থাকেন।

পরিশিষ্টং

যদ্যপি নিষ্ঠান্তরং রুচেঃ পদমত্র দৃশ্যতে তথান্যত্রাপ্যস্যা রূপান্তরং চ লক্ষ্যতে। রুচিঃ কৃপান্তরে অঙ্কুরিতা মহৎসঙ্গান্তরে বৃক্ষায়িতা শ্রদ্ধান্তরে পল্লবিতা নিষ্ঠান্তরে মঞ্জরিতা, আসক্ত্যান্তরে মুকুলিতা ভাবান্তরে কুসুমিতা তথা প্রেমান্তরে ফলায়িতা। অন্যাদিকমপি পূর্ব্ববদ্বিবেচনীয়ম্।

গোবিন্দ গোকুলানন্দ পরমানন্দ মাধব।
রাধিকে রসিকেশানি কৃপাং কুরুতমচ্যুতাম্।।
বুদ্ধিযোগং ভক্তিযোগং প্রেমযোগং প্রদীয়তাম্।
যথান্তে সুখমেষ্যামি ভবতোশ্চরণান্তিকম্।।

সমাপ্তা চেয়ং সিদ্ধিক্রমদীপিকা

নন্দগ্রামে পাবনসরোবরতটস্থিতে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ভজনকুটীরে বিন্দুবিন্দুবেদচন্দ্রে বঙ্গাব্দে প্রণীতেয়ং সিদ্ধিক্রমদীপিকা।
ব্যোমবিন্দূদধীন্দৌ চাষাঢ় সুপ্রতিপত্তিথৌ।

গোবিন্দকুণ্ডতীরস্থগোপালকুঞ্জসংজ্ঞকে।
শ্রীদীপিকানুবাদোহয়ং সোমাহে পূর্ণতাংগতঃ।।

পরিশিষ্ট

যদিও নিষ্ঠান্তরে রুচি দেখা যায় তথাপি অন্যত্র রুচিন্ত্যরে নিষ্ঠা পরিদিষ্ট হয়। রুচি কৃপাতে অঙ্কুরিতা, মহৎসঙ্গান্তরে বৃক্ষভাব প্রাপ্তা, শ্রদ্ধান্তরে পল্লবিতা, নিষ্ঠান্তরে মঞ্জরিতা, আসক্ত্যন্তরে মুকুলিতা, ভাবান্তরে কুসুমিতা তথা প্রেমান্তরে ফলায়িতা। অন্য ভাবাদিও পূর্ব্ববৎ বিচার্য্য।

হে গোবিন্দ ! হে গোকুলানন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! হে রাধিকে ! হে রসিকেন্দ্রাণি ! তোমরা দুইজনে এ দাসকে নিত্য কৃপা কর।

এদাসকে বুদ্ধিযোগ ভক্তিযোগ ও প্রেমযোগ দাও যাহাতে অন্তিমকালে সুখে তোমাদের চরণান্তিকে উপস্থিতি লাভ করিতে পারে।।

১৪০০ বঙ্গাব্দে নন্দগ্রামে পাবন সরোবরতটস্থিত শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ ভজন কুটীরে এই সিদ্ধিক্রমদীপিকা গ্রন্থ প্রণীত হয়।

১৪১০ বঙ্গাব্দ আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদে সোমবারে গোবিন্দকুণ্ডস্থ "গোপাল কুঞ্জে" গিরিরাজ সন্নিকটে সিদ্ধিক্রম দীপিকার অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

সিদ্ধিক্রম দীপিকা সমাপ্তা।

শ্রীগোবিন্দ গ্রন্থাগারের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—

১। শ্রীসাধক কৃত্যসূচী
২। শ্রীগুর্ব্বাষ্টকাস্বাদ ও শ্রীশিক্ষাষ্টকাস্বাদ
৩। শ্রীশ্রীসিদ্ধিক্রমদীপিকা
৪। শ্রীশ্রীপূর্ব্বরাগামৃতম্
৫। শ্রীগৌরভাগবতামৃতম্ (যন্ত্রস্থ)।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর কম্পুটর্স, গৌরধাম কলোনী, রাধাকুণ্ড, মথুরা।
ফোন নং—০৫৬৫-২৮১২১৪২, ৯৪৫৬৪৭৯৭৫২